পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 114 Wednesday, 26 March, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১১৪ সংখ্যা ✱ ১২ চৈত্র ১৪৩১, বুধবার, ২৬ মার্চ ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘কলকাতা-লন্ডন উড়ান চাই’

লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে এক অনুষ্ঠানে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

লন্ডন, ২৫ মার্চঃ মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ ২০২৫, লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও। অনুষ্ঠানটি ছিল মূলত বাংলার শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রসারে বিশেষ এক উদ্যোগ, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার নানা সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার প্রসারে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে, বাংলার মধ্যে প্রচুর দক্ষ কর্মী রয়েছে, যাদের হাতে কাজ দিয়েই রাজ্য তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। তিনি বলেন, ''বাংলায় দক্ষ কর্মী পাওয়া যায় এবং ব্যবসায়ীরা এখানে সহজেই দক্ষ কর্মী পেতে পারেন। ইতিমধ্যে ৪৭ লক্ষ মানুষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ কর্মসংস্থানে আছেন।'' বাংলার শিল্পের উন্নতি, বিশেষ করে দুর্গাপুজো এবং ডোকরা শিল্পের প্রসার নিয়ে মমতা একাধিক বার কথা বলেন। তিনি বলেন, ''দুর্গাপুজোর সময় আমরা ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠান আয়োজন করবো, যেখানে বাংলার সব শিল্পের প্রদর্শন করা হবে। এখানে ডোকরা শিল্প থেকে শুরু করে সব ধরনের ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রদর্শিত হবে।'' এছাড়া, বাংলার শিল্পের প্রতি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্যও তিনি একাধিক বার দাবি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যে কোনো ব্যবসায়ী যদি দক্ষ কর্মী চান, তারা আমাদের কাছে পর্যাপ্ত কর্মী পেতে পারেন। আমাদের রাজ্যে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারেও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।'' কিন্তু, তার বক্তৃতার মূল সুর ছিল লন্ডন এবং কলকাতার মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগের দাবি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বাংলা কিন্তু লন্ডন থেকে অনেক বেশি দূরে নয়। আমরা চাই, কলকাতা এবং লন্ডনের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। আমি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং ইউকে সরকারের কাছে এই অনুরোধ করছি। আমার এখানে আসতে ১৮ ঘণ্টা সময় লেগেছে এবং পুরো বিষয়টা হজপজ হয়ে গিয়েছিল। তাই সরাসরি বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।'' এছাড়া, তিনি বলেন, ''বিগত কয়েক বছরে বাংলা থেকে বিদেশে বহু মানুষ কাজের জন্য গিয়েছেন, আর তারা প্রত্যেকেই আমাদের রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। আমরা চাই, বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, এবং দক্ষ কর্মীকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বেশি পরিচিত করা হোক।'' মমতার এই দাবির প্রেক্ষিতে, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে কলকাতা-লন্ডন সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হলে, তা ব্যবসায়িক এবং পর্যটন ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা এনে দেবে। কলকাতার শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রচারের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে। অবশেষে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাষণে জানিয়েছেন, বাংলার কর্মীদের দক্ষতা এবং রাজ্যের শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিদেশে আরও অনেক প্রচার করতে চান। তার মতে, এই ধরনের উদ্যোগ বাংলার অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

আরজি কর মামলায় ফের নয়া মোড়, এবার কোর্টে অব্যাহতি চাইলেন জুনিয়র চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ এবার আরজি কর আর্থিক দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি চাইলেন জুনিয়র চিকিৎসক আশিস পাণ্ডে। এ নিয়ে বিশেষ সিবিআই আদালতে আবেদন করলেন তিনি। মঙ্গলবার আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে আরজিকর আর্থিক দুর্নীতির মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়ার শুনানি ছিল। তাতে আশিসের তরফের আইনজীবী মামলা থেকে মক্কেলের অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। আশিসের তরফে আইনজীবী আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের মক্কেল আশিসকে নির্দোষ দাবি করেন। তারপর মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। এছাড়াও মঙ্গলবার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ এবং দেহরক্ষী আশরাফ আলি খান এবং জুনিয়র চিকিৎসক আশিস পাণ্ডে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বাকি চার অভিযুক্ত আগেই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। সিবিআইয়ের

আইনজীবীদের তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে লিখিত নথি পেশ করা হয়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ এপ্রিল। আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আশিসকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই আধিকারিকরা। সন্দীপ ঘোষের 'ঘনিষ্ঠ' হিসাবেও পরিচিত ছিলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই 'উত্তরবঙ্গ লবি'র প্রসঙ্গ উঠে আসতে শুরু করে। তখনও নাম উঠে আসে এই আশিসের।

সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নবান্নর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনসভার সংস্থা, সরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত, পুরসভা ও স্থানীয় সংস্থার কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নর তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মূল বেতনের ১৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ পাবেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীরাও মূল পেনশনের ওপর ১৮ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা পেতে চলেছেন। নবান্ন থেকে প্রকাশিত এক স্মারকলিপি অনুযায়ী, যারা ৫ম পে কমিশন অনুযায়ী পূর্ববর্তী বেতনক্রমে রয়েছেন, তাদের মহার্ঘ ভাতা ১৬১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১ শতাংশ হবে। আর যে সব পেনশনভোগী এখনও রোপা ২০০৯ অনুযায়ী পেনশন পাচ্ছেন, তারাও ১৭১ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন। অন্যদিকে মঙ্গলবারের বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়েছে, দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের মজুরি ২২ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এটিও আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। নবান্ন বলছে, রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী উপকৃত হবেন এই সিদ্ধান্তের ফলে। চলতি বছরের রাজ্য বাজেটেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। অর্থাৎ এবারে রাজ্য বাজেট ঘোষণার আগে পর্যন্ত কেন্দ্র-রাজ্য মহার্ঘ ভাতার তফাত ছিল ৩৯ শতাংশ। এখন নতুন করে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ-র ফারাক কমে দাঁড়াল ৩৫ শতাংশ। অন্যদিকে এদিন শুরু হয়েও পূর্ণাঙ্গ শুনানি হলো না ডিএ মামলার। আগামী ২২ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হবে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি লড়াই করছেন সরকারি কর্মচারীদের কয়েকটি সংগঠন। আপাতত এই মামলা রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টে প্রথমবার ডিএ মামলা উঠেছিল। এ দিন বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের এজলাসে এই মামলা ওঠে। মামলাটি পিছিয়ে গেলেও আশার আলো দেখছেন মামলাকারী সংগঠনের নেতৃত্ব।

এবার কলকাতার ঘাড়ে হাওড়ার ময়লাও! প্রতিদিন ৩০০ মেট্রিক টন বর্জ্য আসবে ধাপায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ আর্বজনার প্রশ্নে তিলোত্তমা কলকাতার চাপ আরও বাড়ল! সূত্রের খবর, হাওড়ার বেলগাছিয়া কাণ্ডের জেরে এবার প্রতিদিন হাওড়া থেকে ৩০০ মেট্রিক টন বর্জ্য আসবে ধাপায়। পুরসভা সূত্রের খবর, ২০২৪ সাল থেকে পানিহাটির জঞ্জালও ধাপায় ফেলা হচ্ছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল হাওড়াও। অর্থাৎ প্রতিবেশী পুরসভার জঞ্জালে চাপ আরও বাড়ল কলকাতার। বেলগাছিয়ার ভাগাড় এলাকায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সেখানকার মানুষ। টন বর্জ্য আপাত ফেলা হবে বৈদ্যবাটি পুরসভায়। পুরসভা সূত্রের খবর, হাওড়া থেকে আসা বর্জ্য আপাতত ধাপার জৈব সার কারখানায় ফেলা হবে। সেখানে জঞ্জাল পুনর্নবীকরণের কাজ হবে। তবে যেভাবে কলকাতার ধাপায় আবর্জনার চাপ বাড়ছে তাতে এভাবে আর কতদিন প্রতিবেশী পুরসভার জঞ্জালের বোঝা বওয়া যাবে, তা নিয়ে সন্দিহান পুরকর্তারা। পুরসভার এক কর্তা বলেন, ''আবর্জনার চাপ কমাতে রাজারহাটের পাথরঘাটায় নতুন প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হচ্ছে। তবে সেটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত

রাতারাতি বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। আকাশের নীচে ত্রিপল খাটিয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। এহেন পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধানে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সূত্রের খবর, সেখানেই এই আবর্জনা ফেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে খবর। এছাড়াও হাওড়ার বাকি ২৫০ ধাপার চাপ যে বাড়বে তা বলাইবাহুল্য।'' কারণ, বর্তমানে বিধাননগর, নব দিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি, নিউ টাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি এবং পানিহাটি মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য ধাপায় জমে রয়েছে। এবার সেই সঙ্গে প্রতিদিন জমা হবে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার জঞ্জালও।

‘ড্রামাবাজ’! আঁচড় বিতর্কে শুভেন্দুকে চরম আক্রমণ কল্যাণ-হুমায়ুনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ আঁচড় বিতর্কে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বেলাগাম আক্রমণ ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের। তিনি বলছেন, 'শুভেন্দু যাত্রাপালা করছেন।' করছিলেন, কিছু পুলিশ অফিসার নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন, শুভেন্দু কখন কাকে ঘুষি চালিয়ে দেবেন, ওরাই হাত তুলে দিয়েছে এই ভাবে। সাংবাদিকদের প্রশ্ন করেন, আপনারা রক্ত দেখেছেন কিনা জানি না, উনি বারবার হাত তুলে দেখাচ্ছেন, রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তের রং তো লাল হয়, কিন্তু ওনার সাদা শরীরে লালের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। অনেক আগে যাত্রাপালা হত গ্রামে, আজকে মনে হচ্ছে ২৬-এর পর ওনাকে যাত্রাপালায় জয়েন করতে হবে।'' যদিও এই নিয়ে কটাক্ষ করেছেন, বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''কল্যাণ মাঝে একটাই ঠিক করেছেন। চোর ধরো, জেল ভরো... কর্মসূচি চালু করতে হবে।'' বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ বলেন, ''কল্যাণবাবুর এই ধরনের মন্তব্য করতে গিয়ে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।'' প্রসঙ্গত, সোমবার দুপুরে হাওড়ার বেলগাছিয়ায় ঘরহারাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। কিন্তু এলাকায় আগে থেকেই ব্যারিকেড করে রেখেছিল পুলিশ। শুভেন্দু পৌঁছতেই তাঁদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশি বাধা টপকে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন শুভেন্দু। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শুরু হয় কথা কাটাকাটি। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান এক বিজেপি নেতা। ধাক্কাধাক্কির মাঝেই শুভেন্দুর হাত কেটে যায় বলে অভিযোগ। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, গোলাম মুস্তার্জা নামে এক এসআই তাঁর হাতে আঘাত করেন। হাত থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় বলেও দেখাতে থাকেন তিনি। পরে বিধানসভায় তাঁর হাতে ব্যান্ডেজ করা হয়।

আবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী ড্রামাবাজ।' কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় বলেন, ''শুভেন্দু এক নম্বরের ড্রামাবাজ লোক। ওকে কে মারবে? ৬০ খানা সিআইএসএফ ঘিরে থাকে, তাতেও মারছে? নাটক করছে। বাজার খুব খারাপ ওর। নাটক-ফাটক করে চলছে। আমি তো খুশি হতাশ, সত্যি সত্যি ও মার খেলে।'' আবার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন বলছেন, ''উনি যেভাবে পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে যেতে চাইছিলেন, যেভাবে পুলিশের ওপর ধাক্কাধাক্কি

এই সপ্তাহের শেষ থেকেই বদলাতে শুরু করবে ‘খেলা’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ গত দু'দিন ধরে একটা কেমন মনোরোম পরিবেশ ছিল। বেশ একটা ফুরফুরে মেজাজ। নেপথ্যে বৃষ্টি। কিন্তু এবার বৃষ্টির দিন ফুরল! আর তেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার শুধু দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের তিনটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। তেমনটাই বার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সপ্তাহান্তে কলকাতায় তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। আগামী ৪-৫ দিনে পাঁচ থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। সকাল ও সন্ধ্যায় অবশ্য এখনও মনোরম পরিবেশই থাকবে। বেলা বাড়লে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। এই মনোরম আবহাওয়া উধাও হবে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া, জানিয়ে দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। বৃহস্পতিবার থেকে পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টি শুরু হতে পারে। শুক্রবার নাগাদ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শুক্রবার উত্তরবঙ্গের ৩ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলাকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার ও সোমবার শুধু দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। চৈত্রের শুরুতেই বাংলার একাধিক জেলাতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি। সকাল ও সন্ধ্যায় আবহাওয়া মনোরম থাকলেও দুপুর গড়াতেই পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। আকাশ পরিষ্কার থাকবে, ফলে সূর্যের প্রভাবও বেশি পড়বে। আগামী ৪-৫ দিনে তাপমাত্রা প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আজ, শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৪৫ থেকে ৯৩ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। অর্থাৎ, এখনও সকালে ও সন্ধ্যায় স্বস্তিদায়ক আবহাওয়া বজায় থাকলেও, দিনে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে উর্ধ্বমুখী হবে। সপ্তাহান্তে কলকাতার গরমের আঁচ আরও ভালভাবেই টের পাওয়া যাবে।

১০০ দিনের কাজের টাকা কই? সংসদে তৃণমূলের পাশে বাম-ডিএমকে, বিক্ষোভে মুলতুবি অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে উঠল লোকসভা অধিবেশন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, বাংলার পাশাপাশি ১০০ দিনের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে তামিলনাড়ু এবং কেরলের সাংসদরাও। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে সোচ্চার হন তামিলনাড়ুর ডিএমকে এবং কেরলের বাম সাংসদরা। ওয়েলে নেমেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। যার জেরে এদিন মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। কেন ১০০ দিনের টাকা আটকে রাখা হয়েছে, কেন যোগ্যরা তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাবেন না, এদিন সংসদে এই প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের সাংসদরা। অভিযোগ, যেখানে বিজেপি-বিরোধী সরকার রয়েছে, সেখানেই টাকা আটকে রাখছে কেন্দ্র। বাংলার সুরে সুর মেলান তামিলনাড়ু, কেরলের সাংসদরাও। পরে এ ব্যাপারে সংসদের বাইরেও বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। সেখানে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যদি কোথাও কোনও বেনিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তা না করে যেভাবে বছরের পর বছর মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট, সবটাই কেন্দ্রের চক্রান্ত।'' বস্তুত, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পর থেকে ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে বলে রাজ্যের অভিযোগ। এ নিয়ে বাংলার ১০০ দিনের বঞ্চিতদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভও দেখিয়েছে তৃণমূল। এবার একই অভিযোগে তৃণমূলের সঙ্গে সরব হলেন তামিলনাড়ুর ডিএমকে এবং কেরলের বাম সাংসদরা।

দান্তেওয়াড়ায় ফের এনকাউন্টার, নিহত তিন মাওবাদী! একজনের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা

ছত্তিশগড়, ২৫ মার্চঃ ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হল তিন মাওবাদী। তাঁদের মধ্যে এক জনের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার সকালে দান্তেওয়াড়া ও বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী জঙ্গলে এই এনকাউন্টার ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সুপার গৌরব রাই জানান, ওই জঙ্গলে মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযান চালায় জেলা রিজার্ভ গার্ড ও বস্তার ফাইটার্স বাহিনী। সকাল ৮টা নাগাদ গুলির লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ চলা গুলির লড়াই শেষে তিনজন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নিহত মাওবাদীদের মধ্যে অন্যতম হলেন তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গল জেলার বাসিন্দা সুধীর ওরফে সুধাকর ওরফে মুরলি। তিনি মাওবাদীদের শক্তিশালী সংগঠন দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। অন্য দু'জনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি ইনসাস রাইফেল, একটি .৩০৩ রাইফেল, বিস্ফোরক ও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করা হবে। আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়ার পরেও যারা অস্ত্র ছাড়েনি, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর আগে, ২০ মার্চ ছত্তিশগড়ের বিজাপুর ও কাঁকের জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়। চলতি বছরে রাজ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ১১৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১০০ জনই বস্তার অঞ্চলে। বর্তমানে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

দেওয়া হবে বাংলার বাড়ি, হাওড়ার দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য বড় ঘোষণা ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চঃ হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড়ে ধস নামার জেরে ক্ষতিগ্রস্তদের আবাস যোজনা প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষাণা করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। ৯৬টি পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি' বানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও হাওড়ার বড় নিকাশি নালা ও রাস্তা তৈরির দায়িত্ব নিয়েছে কেএমডিএ। নিউটাউনে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর ঘোষণা করেন কলকাতার মেয়র। হাওড়া পুরসভায় বিভিন্ন জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরেই পুরভোট হয়নি। এই বিপর্যয়ের পর হাওড়ার দায়িত্ব পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সে কথা নিজে বলেছিলেন ফিরহাদ। তারপর আজ মঙ্গলবার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। শেষে ফরিহাদ বলেন, ''৯৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের বাংলার বাড়ির ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে। এক-দেড় বছর সময় লাগবে।'' পাশাপাশি হাওড়ার বড় নিকাশি নালা, বড় রাস্তা তৈরি করবে কেএমডিএ। ছোট, ছোট কাজগুলি ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে হাওড়া পুরসভা। কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ বলেন, ''পানিহাটির মতো হাওড়ায় বড় রাস্তা, নিকাশি নালা তৈরি করবে কেএমডিএ। পাশাপাশি ভাগাড় নিয়ে সিদ্ধান্ত, বাংলার বাড়ি সব কিছুই কলকাতা

পুরসভা করবে।'' এদিকে ভাগাড়ের মাটির পরীক্ষা করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দল। সেই রিপোর্ট আসার পর ভাগাড় নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানিয়েছেন মেয়র। এদিন হাওড়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড নিয়ে বৈঠকের পর কার্যত অগ্নিশর্মা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কেএমডিএ শীর্ষ ইঞ্জিনিয়দের উপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ তিনি। দেন ধমকও। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যার সমাধানে কেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি এবং কী কী কাজ করা

হবে তা নিয়ে কেন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা হয়নি? তা নিয়ে বেজায় চটলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। সূত্রের খবর, যেভাবে ওই এলাকায় ধস নেমেছে ,তাতে ভোট ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব পড়বে বলেও আশঙ্কিত মন্ত্রী। সূত্রের খবর, হাওড়া পুরসভার প্রশাসনিক মণ্ডলের চেয়ারম্যানকে তিনি জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনের আগে স্থায়ী সমাধান করতে হবে। যাবতীয় প্রক্রিয়া দ্রুত করতে হবে। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ভোটের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হতে পারে, এই বিষয়টি আগে থেকে আঁচ করা উচিত ছিল বলে বৈঠকে আধিকারিকদের উপর ক্ষোভের কথাই জানান মন্ত্রী। এ দিন বৈঠক শুরুর পূর্বেই ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''মানুষকেও দেখতে হবে শুকনো বর্জ্য এবং ভিজে থাকা বর্জ্যকে আলাদা করে ফেলব। এর জেরে শুকনো বর্জ্য পুর্ননবিকরন করা সম্ভব। এটিকে আরএনডি করে পাওয়ার প্ল্যান্ট বা সিমেন্ট প্যান্টে পাঠাব।'' হাওড়ার বেলগাছিয়ায় বসবাসকারী এলাকাবাসীদের ভোগান্তির শেষ নেই। প্রথমে জল বন্ধ। তারপর ধস। তার জেরে বাড়িতে ধরছে ফাটল। ইতিমধ্যেই তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনদিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের। আর সমস্যা সমাধান না হলে নবান্ন ঘেরাওয়ের হুমকি দেন তাঁরা। রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তিন দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

মোহন যাদবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, মোদীকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি মধ্যপ্রদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জনগণের সেবায় তিনি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করুন।প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা পেয়ে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স মাধ্যমে মোহন যাদব লিখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার আন্তরিক আশীর্বাদ এবং শুভকামনার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। মধ্যপ্রদেশের জনগণের সেবা করা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং আমাদের দেশের জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমুন্নত রাখার জন্য আমার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। আপনার নির্দেশনা অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস।

দিল্লিতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবেঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চঃদিল্লির প্রগতি হবে, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। জোর দিয়ে বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি বলেছেন, দিল্লির জন্য বজরং বলি আশীর্বাদ করবেন। দিল্লির ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের আগে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা মঙ্গলবার সকালে কনৌট প্লেসের হনুমান মন্দির পরিদর্শন করেছেন।হনুমান মন্দিরে বজরং বলির আরাধনা করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, দিল্লির জন্য বজরং বলি আশীর্বাদ করবেন। দিল্লির প্রগতি হবে, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বাজেট পেশের আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

রাজস্থানে তীব্র গরমের দাপট, তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি পার

জয়পুর, ২৫ মার্চ ঃ রাজস্থানের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে, যার ফলে লু-এর দাপট শুরু হয়েছে। সর্বোচ্চ ৪১.৬ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়মে জেলায়।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী , ২৬-২৭ মার্চের মধ্যে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে কিছু এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।

দুল্লভছড়া আইসিডিএস প্রকল্পে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদের সাক্ষাৎকার ২৭ মার্চ

শ্রীভূমি (অসম) ২৫ মার্চ ঃ দুল্লভছড়া আইসিডিএস প্রকল্পের শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তি যোগে দুল্লভছড়া আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা পদে আবেদনকারী বৈধ প্রার্থীদের আগামী ২৭ মার্চ, সকাল ১০টায় দুল্লভছড়া আইসিডিএস প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ে প্রকল্প পর্যায়ের বাছাই কমিটির দ্বারা গঠিত সাক্ষাকার বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এতে প্রার্থীদের তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সার্টিফিকেট ইত্যাদির মূল কপি সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এই সাক্ষাকারের জন্য পৃথক কোন কল লেটার ইস্যু করা হবে না বলে শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন।

মহিলাদের সুরক্ষায় দিল্লিতে ৫০ হাজারের বেশি ক্যামেরা স্থাপন করা হবেঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ঃ দিল্লিতে মহিলাদের সুরক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য ৫০ হাজারেরও বেশি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। সড়ক ও সেতুর পরিকাঠামোর জন্য ৩৮৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বস্তি এবং জেজে কলোনিগুলিতে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য ৬৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লি আমাদের হাতে এমনভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে, যেখানে কোনও পরিকাঠামো ছিল না। আমাদের লক্ষ্য দিল্লিতে পরিকাঠামো স্থাপন করা... এখন, দিল্লি নিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু কেবল যানজটের জন্য নয়... খারাপ রাস্তাঘাট, যানজট এবং অসম্পূর্ণ প্রকল্পের কারণে এই মেগাসিটি একটি নৈরাজ্যবাদী রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল... সরকারি প্রকল্পের চেয়ে বিজ্ঞাপনে বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল।রেখা গুপ্তা বলেন, এনসিআর অঞ্চলের সঙ্গে উন্নত যোগাযোগের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য, ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রেখা গুপ্তা বলেন, দিল্লির প্রতিটি নাগরিককে বিশুদ্ধ জল এবং সঠিক স্যানিটেশন সরবরাহ করা আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমরা এই ক্ষেত্রে জন্য ৯,০০০ কোটি টাকার ঐতিহাসিক বাজেট বরাদ্দ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিল্লির ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য, আমরা আজ এই সভায় একটি ব্যবসায়ী কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করছি।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্পর্কে বলেন, আপনি দিল্লি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব করের টাকা সারা দেশে বিজ্ঞাপনে এবং অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ব্যয় করেছেন। আপনিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি নিজের রাজ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন। আপনার এবং আমাদের (বিজেপি) মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। দিল্লির মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমরা সেই টাকা দিল্লির জন্য হাসপাতাল, স্কুল এবং রাস্তা তৈরিতে ব্যয় করব।রেখা গুপ্তা বলেন, এখন যমুনা নদী পয় ঃনিস্কাশন এবং দূষিত জলের সঙ্গে লড়াই করছে। আমরা যমুনা নদী পরিষ্কার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি আমাদের কাছে কেবল একটি নদী নয় এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ৪০টি বিকেন্দ্রীভূত পয় ঃনিস্কাশন কেন্দ্র তৈরির জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হযেছে, যাতে কোনও পয়ন্দনিস্কাশন জল সরাসরি যমুনা নদীতে না পড়ে।অন্যদিকে দিল্লির ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, পূর্ববর্তী সরকার উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হযেছে, যমুনা অপরিস্কার ছিল, রাস্তাঘাট খারাপ ছিল, বায়ু দূষণ ছিল বেশি। দিল্লি জল বোর্ড, ডিটিসি, লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছিল। নোংরা জল এবং উপচে পড়া নর্দমা দিল্লির পরিচয় হয়ে ওঠে। আমাদের সরকারকে হস্তান্তর করা এবং তা পরিচালনা করা কোনও চ্যালেঞ্জের চেয়ে কম নয়।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, গত দশ বছরে অবনতিশীল দিল্লিকে একটি উন্নত শহরে রূপান্তরের দিকে এটি প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ। আজ একটি বাজেট পেশ করা হচ্ছে, এমন একটি দিল্লির জন্য যা তার গৌরবময় ইতিহাস এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গমস্থল হয়ে উঠবে। রেখা গুপ্তা বলেন, এই বছর দিল্লি সরকারের বাজেট ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা মূলধন ব্যয়ের জন্য ২৮,০০০ কোটি টাকা প্রস্তাব করেছেন।অন্যদিকে আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার দিল্লির বাজেট পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, আমাদের (বিজেপি) এবং তাঁদের (এএপি) মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, আপনারা (এএপি) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা সেগুলি পূরণ করব। তোমরা অন্যান্য রাজ্যের সরকারকে গালি দিয়েছে, আমরা সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করব এবং একসাথে কাজ করব। তোমরা 'শিশমহল' তৈরি করেছ, আমরা দরিদ্রদের জন্য ঘর তৈরি করব। তোমরা লক্ষ লক্ষ টাকার টয়লেট স্থাপন করেছ, আমরা বস্তি এলাকার মানুষের জন্য টয়লেট তৈরি করব। রেখা গুপ্তা যখন এই বক্তব্য রাখেন, তখন এএপি নেত্রী অতিশী ও গোপাল রাইকে হাসতে দেখা যায়।রেখা গুপ্তা বলেছেন, দিল্লিতে বর্ষাকাল সমস্যাপূর্ণ ছিল এবং মানুষ বৃষ্টিপাত চায়নি। কিন্তু সমস্যাটি কেবল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ছিল না, এটি পূর্ববর্তী সরকারের দুর্বল প্রশাসনের সাথে ছিল। তবে, আমাদের সরকার এই সমস্যাটি মূল থেকে নির্মূল করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিষয়ে, আমরা সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাজেটে ৬০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।রেখা গুপ্তা আরও বলেছেন, আমরা দিল্লিকে জ্বালানি ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি এবং একটি পরিষ্কার ভবিষ্যতের দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছি। বিদ্যুৎ বিভাগের এই সমস্ত পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের জন্য আমরা ৩৮৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। আমার সরকারের লক্ষ্য হল, দিল্লির প্রতিটি নাগরিক যাতে কোনও বাধা ছাড়াই ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পান তা নিশ্চিত করা।রেখা গুপ্তা বাজেট পেশ করার সময় আরও বলেছেন, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায়, মহিলাদের জন্য ২,৫০০ টাকা প্রদান আমাদের অঙ্গীকার এবং সংকল্প। এই উদ্দেশ্যে, আমরা ৫,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি এবং আমরা অবশ্যই তা প্রদান করব। মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেছেন, দিল্লি বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় শহর যেখানে উল্লেখযোগ্য বৈদ্যুতিক বাস রয়েছে, যার মধ্যে ২,১৫২টি বৈদ্যুতিক বাস রযেছে। এর মধ্যে ১,৭৫২টি বৈদ্যুতিক বাস ডিটিসির অধীনে পরিচালিত হয, যেখানে ৪০০টি বাস ডি আইএমটিএস ক্লাস্টার স্কিমের অংশ। এছাড়াও, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের মধ্যে, আশা করা হচ্ছে যে বহরটি ৫,০০০ বৈদ্যুৎতিক বাস ছাড়িয়ে যাবে।

১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত

নয়াদিল্লি(পিআইবি)স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে। সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার। সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও

পেঁয়াজের উপর থেকে ২০ রপ্তানি শুল্ক তুলে নিল কেন্দ্র, ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ঃপেঁয়াজের উপর থেকে ২০ রপ্তানি শুল্ক তুলে নিয়েছে কেন্দ্র, যা ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, পেঁয়াজের উপর ৪০ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু যখন দাম কমতে শুরু করে এবং কৃষকরা কম দাম পেতে শুরু করেন, তখন সরকার রপ্তানি শুল্ক ৪০ থেকে কমিয়ে ২০ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন, আমরা ২০ রপ্তানি শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পেঁয়াজের রপ্তানিতে কোনও রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হবে না, যাতে আমাদের কৃষকদের উপাদিত পেঁয়াজ রপ্তানি শুল্ক ছাড়াই বিশ্ব বাজারে যায় এবং কৃষকরা লাভজনক মূল্য পেতে পারে।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে ৩ মাওবাদী নিহত, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

রায়পুর, ২৫ মার্চ ঃনকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমানায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে ৩ মাওবাদীর। এনকাউন্টাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। এনকাউন্টার এখনও চলছে।মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া ও বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদী বিরোধী অভিযান শুরু করে। অভিযান চলাকালীন সকাল ৮টা থেকে মাওবাদী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু হয় এবং এখনও অব্যাহত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩ মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করা হয়েছে। এনকাউন্টার এবং তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে।

'জাত' ইস্যু নিয়ে উত্তপ্ত ত্রিপুরা বিধানসভা, ওয়াকআউট সিপিআইএম বিধায়কদের

আগরতলা, ২৫ মার্চ ঃ 'জাত' ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করলেন সিপিআইএম বিধায়করা।বিষয়টি বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে মুছে ফেলারও দাবি জানান সিপিআইএম বিধায়করা।গত সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে 'জাত' ইস্যু নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠে।বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী রতন লাল নাথ 'জাত' ইস্যু নিয়ে মন্তব্য করেন। যদিও মন্ত্রীর এই মন্তব্য সিপিআইএম দলের প্রসঙ্গেই ছিল। মঙ্গলবার বিধানসভায় জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করেন বাম বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেও পাল্টা প্রতিবাদ জানানো হয়। এই নিয়ে সভা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। একসময় সিপিআইএম বিধায়করা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। এদিন সিপিআইএম বিধায়কেরা গত সোমবারের সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাতিলের জন্য অধ্যক্ষের নিকট দাবি জানান।

যশবন্ত বর্মাকে বদলির প্রতিবাদ, বিক্ষোভে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা

প্রয়াগরাজ, ২৫ মার্চ ঃ দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির প্রতিবাদে মঙ্গলবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এই বদলি মেনে নিতে পারছেন না এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল তিওয়ারি বলেছেন, মূল কথা হলো, আমাদের লড়াই কোনও বিচারকের বিরুদ্ধে নয়, বরং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এখানে কঠোর পরিশ্রমী বিচারক আছেন, এখন তাঁদের ভাবমূর্তি ঝুঁকির মুখে। এলাহাবাদ হাইকোর্টকে একটি আবর্জনার স্তূপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দুর্নীতির অভিযোগে যদি কোনও আদালতের বিচারককে বদলি করা হয, তাহলে তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবস্থা জানে, ত্রুটি সমাধানের পরিবর্তে, যদি আপনি আরও ত্রুটিপূর্ণ লোকদের এখানে বদলি করেন, তাহলে ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।দিল্লি হাইকোর্টের বিচারক যশবন্ত বর্মা মামলা সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, যতক্ষণ না সঠিক তদন্ত হয়, ততক্ষণ কাউকে দোষী বলে গণ্য করা হয় না। সুপ্রিম কোর্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিচারককে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করেছে। এটি রাজনীতিবিদদের আলোচনা করার বিষয় নয়।

বাগনানে বেকারি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

হাওড়া, ২৫ মার্চ ঃ ফের অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়! এবার হাওড়া জেলার বাগনানে বিধ্বংসী আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হল বেকারি কারখানা-সহ একটি গোডাউন এবং পাশে থাকা কয়েকটি বাড়ি। গত সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানার অন্তর্গত খাদিনানে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ বাগনানের খাদিনান এলাকায় একটি বেকারি কারখানায় আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তে সেই আগুন পাশের একটি গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। ওই গোডাউনে প্রচুর প্লাস্টিক মজুত করে রাখা ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরে সেই আগুন আশেপাশে থাকা বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে।অগ্নিকাণ্ডের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পরে খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দমকলের দু'টি ইঞ্জিনের মধ্যে একটি বিকল হয়ে পড়ে। যার ফলে আগুন নেভাতে দেরি হয়। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে উলুবেড়িযা দমকল কেন্দ্রের আধিকারিকরা। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়।

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ ইতিহাসে পরিণত হয়েছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চঃ কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, মোদী সরকারের ঐক্যবদ্ধ নীতি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদকে হটিয়ে দিয়েছে। হুরিয়তের দু'টি সংগঠন, জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস মুভমেন্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক পলিটিক্যাল মুভমেন্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করেছে।অমিত শাহ আরও জানান, ভারতের ঐক্যকে শক্তিশালী করার এই পদক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাই এবং এই ধরণের সমস্ত গোষ্ঠীকে এগিয়ে আসার এবং চিরতরে বিচ্ছিন্নতাবাদ ত্যাগ করার আহ্বান জানাই।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ ২৬ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ১১চৈত্র চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১০চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৯ চৈত্র১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৮ চৈত্র , মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বত্র আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। উত্তরবঙ্গেও আপাতত কয়েক দিন শুকনো আবহাওয়া থাকবে। তবে চলতি সপ্তাহে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে আগামী শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন রাজ্যে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের জেলাগুলিতে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। অর্থা, দিনের তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৩৫ ডিগ্রির গণ্ডি। উত্তরের জেলাগুলিতেও তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ চড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি নীচে।জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মনিট এবং রাত ০১ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃ উদয় হবে সকাল ৫ টা ৩৬মিনিট এবং অস্ত যাবে ৫টা ৫০মিনিট।

এলাকার মানুষকে স্বনির্ভর করতে মাছ চাষের উদ্যোগ সোনারপুর ব্লক প্রশাসনের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৫ মার্চ ঃ মাছ চাষের মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর করতে এগিয়ে এলো ব্লক প্রশাসন সোনারপুরে। সোনারপুর ব্লক প্রশাসন বেআইনীভাবে জলাশয় ভরাট রুখতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে এগিয়ে এলো এবার। ব্লক এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জলাশয়ে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় ২১০ জন পুকুর মালিককে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির চারা পোনা মাছ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বনহুগলী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রগতি সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের মাধ্যমে মাছ বিতরণ করা হলো। এই সংস্থার সদস্যা গীতা নাড়ু মঙ্গলবার বলেন,তাঁরা ব্লক প্রশাসনের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে বিভিন্ন এলাকায় এই মাছ সরবরাহ করছেন।এর ফলে স্থানীয় মহিলারা ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। শুধুমাত্র

ব্যক্তিগত পুকুর নয়, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের জলাশয় গুলিতেও মাছ চাষের জন্য এদিন ৬০ কেজি মাছ বিতরণ করা হয়েছে। খেয়াদহ ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা বলেন , তাঁরা ব্যক্তিগত পুকুরে চাষের জন্য ২০ কেজি করে মাছ পেয়েছেন। যা তিনি প্রথমবার পেয়েছেন। সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, ছোট ছোট জলাশয় যাতে পরিত্যক্ত অবস্থায় না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জলাশয় সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় চাষীদের আয়ের নতুন পথ খুলে দেওয়া হচ্ছে এইভাবে। সোনারপুরের বিডিও শিঞ্জিনী সেনগুপ্ত বলেন,বেআইনীভাবে জলাশয় ভরাট রুখতে এবং জলাশয়ের সঠিক ব্যবহারের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাছ চাষের মাধ্যমে চাষীদের আর্থিক সচ্ছলতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।এই উদ্যোগ শুধুমাত্র জলাশয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে না,পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মাছ চাষের মাধ্যমে পুকুর মালিকরা যেমন উপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন, তেমনি এলাকার বেকার যুবক ও মহিলারাও বিকল্প আয়ের সুযোগ পাবেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ জলাশয় সংরক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জীবিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।আর সরকারের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ।

সোনারপুরে ট্রেন ধাক্কায় গুরুতর আহত এক গৃহবধূ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৫ মার্চ ঃ মোবাইল কানে দিয়ে. ট্রেনে লাইন পারাপার,ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক গৃহবধূ। আবার ও মোবাইল কানে দিয়ে ট্রেন লাইন পারাপার করার সময় ট্রেনের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সোনারপুর স্টেশনের গণশক্তি মোড়ের কাছে। আহত গৃহবধূর নাম সঙ্গীতা তাঁতি। বাড়ি সোনারপুর থানার কুলের হাট এলাকায়। গৃহবধূ মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে স্থানীয়রা প্রথমে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

সমুদ্রগড়ের গণেশচন্দ্র তাঁত কাপড় হাট, বেড়েছে কেনাকাটা

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী,২৫ মার্চ ঃ আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি খুশির ঈদ, আর ইতিমধ্যেই চৈত্র মাস পড়তেই জমে উঠেছে কেনাকাটার ধুম। এরই মধ্যে হাটের দিনে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা গেল পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চাযেতের অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী গণেশচন্দ্র তাঁত কাপড় হাটে। এদিন হাটে আসা এক বিক্রেতা জানালেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর কেনাবেচা বেশ ভালো হচ্ছে। বিশেষ করে বাইরের পাইকাররাও ভিড় জমাচ্ছেন এই বাজারে, যা স্থানীয় তাঁত ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি আরও জানান, তাঁতের শাড়ির পাশাপাশি সিল্কের শাড়ির চাহিদাও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। চৈত্র সেল এবং ঈদের কেনাকাটা একসঙ্গে হওয়ায় বিক্রিবাট্টা বেশ ভালোই হচ্ছে, যা দেখে খুশি তাঁতিরা।এক ব্যবসায়ী জানান, চৈত্র সেলে সাধারণত লোকাল ক্রেতাদের আনাগোনা বেশি হয়, কিন্তু এবার বাইরের রাজ্য থেকেও পাইকাররা আসতে শুরু করেছেন। তাঁতের শাড়ির পাশাপাশি সিল্ক, বালুচরী, জামদানি, ঢাকাইসহ বিভিন্ন ধরনের শাড়ির চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁত কাপড় হাটের মালিক সুবীর কর্মকার বলেন, এবারের বেচাকেনা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। বাইরের মানুষজনও আসছেন কেনাকাটা করতে, যা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত সুখবর। গত বছরের তুলনায় এবার হাট অনেক বেশি জমে উঠেছে। তাঁতিদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে সামনে রেখে এমন ক্রেতাদের ভি। নিঃসংেদহে আশার আলো দেখাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। ঈদের আনন্দের সঙ্গে চৈত্র সেলের হাত ধরে তাঁত শিল্পীরা নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন আরও ভালো বিক্রির।

নিয়োগ দুর্নীতে বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার লেখার নমুনা সংগ্রহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার

হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআই। কন্ঠ স্বরের পর মঙ্গলবার হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অরুণ ছাড়াও আরও ৬ জন সাব-এজেন্টের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা অরুণ ওরফে চিনু হাজরার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। তখনই এই মামলায় তাঁর নাম প্রথম উঠে আসে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তদন্তে নেমে সিবিআই একাধিক ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করেছে। ডায়েরিতে মিলিছে ওই বিজেপি নেতার হাতের লেখা। সেখানে লেনদেনের হিসাব রয়েছে বলে দাবি সিবিআই সূত্রের। সূত্রের আরও দাবি, প্রাইমারিতে নিয়োগের জন্য ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা অরুণ হাজরা সুজয়কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। এছা।ও গ্রুপ ডির জন্য ১৫ কোটি, গ্রুপ সির জন্য ৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য জায়গায় নিয়োগের জন্যও ৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি। তা নিয়ে অরুণ একটি চুক্তিপত্রও সই করেছিল বলে জানা গিয়েছে।

কংগ্রেস, তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া, অরুণ হাজরা কন্ঠ স্বরের নমুনা নেওয়ার পর এবার হাতের লেখার নুমনা নিল। সেই নমুনার সঙ্গে সিবিআইয়ের কাছে থাকা নমুনা মিলে গেলেই তা আদালতে তা জানানো হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

‘ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল’ শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি সভাঘর, কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল ভারতের স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল বিষয়ক আলোচনা এবং ড. সুতপা যতি ও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য প্রণীত 'ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের অনুষ্ঠান। সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রীমতী সোমা দাস বোস, জনসংযোগ আধিকারিক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. সংঘমিত্রা বাসু, প্রাক্তন অধ্যাপক, আই আই টি খ।গপুর, ড. রাজেন্দ্র যাদব, Superintending Archeologist, ASI (Archaeological Survey of India), Kolkata Circle, শ্রীমতী অনন্যা ভট্টাচার্য, ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) এবং শ্রী জি. এম. কাপুর, INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage), Kolkata Chapter.সঞ্চালক একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর প্রারম্ভিক স্বাগত ভাষণে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এরপর 'ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল - অনন্য সংস্কৃতি, অনন্য প্রকৃতি' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিথিবর্গ। বইটির

প্রকাশক সিগনেট প্রেস আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ভারতের স্বীকৃক্ত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল বিষয়ক আলোচনায় -তারা বলেন যে এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এটি একমাত্র গ্রন্থ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই বইটির খুবই প্রয়েজন ছিল। বিশ্ব ঐতিহ্য নির্বাচন, স্বীকৃতি, পদ্ধতিগত নিয়ম কানুন, স্বীকৃতি পাওয়ার মানদণ্ড, সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ এছাড়া ভারতের সর্ব মোট ৪৩টি স্বীকৃত ঐতিহাস্থল সম্পর্কে এক মলাটের মধ্যে জানতে বইটি খুবই আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে লেখকদ্বয় বইটি প্রকাশে তাঁদের চিন্তাভাবনার কথা জানান এবং একটি স্লাইড শো এর মাধ্যমে ড. সুতপা যতি বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলির তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনা করেন, যা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। শেষে বইটির লেখকদ্বয়, দর্শকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের চিকিৎসা বিভাগে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের চিকিৎসা বিভাগ ২৪শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে গার্ডেন রিচের সেন্ট্রাল হাসপাতাল মিলনায়তনে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করেছে।সেন্ট্রাল হাসপাতালের ACHD ডাঃ মুক্তা মণ্ডল রায়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ডাঃ নন্দিতা ঘোষ দস্তিদার পালমোনারি যক্ষ্মা, এর কারণ, সতর্কতা, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়ের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেছেন। সাতজন সফল যক্ষ্মা যোদ্ধা যারা যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং ভয়ঙ্কর রোগকে জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলেন এবং সমাজের সামনে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, তাদের প্রশংসা এবং প্রেরণার প্রতীক হিসেবে ফলের ঝুড়ি এবং প্রোটিন বার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। ডঃ অঞ্জনা মালহোত্রা, প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল ডিরেক্টরএসইআর গত ১০০ দিনের তীব্র যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে বিভাগের সফল কার্যক্রমের উপর একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেন। শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, এজিএমএসইআর, যক্ষ্মা যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং যক্ষ্মা যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা বিভাগের প্রশংসা করেন অথবা যক্ষ্মা মুক্ত ভারত এবং এই বছরের যক্ষ্মা দিবসের প্রতিপাদ্য - হ্যাঁ! আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিনিযাগে করুন, বিতরণ করুন। ডাঃ কে. শ্রীকুমার, মেডিকেল ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল হসপিটাল, গার্ডেন রিচ, চিকিৎসা ভ্রাতৃত্ব এবং রেলওয়ে প্রশাসনের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাক্ষর করেন।

বাড়ির নিচ থেকে উদ্ধার প্রাক্তন সেনাকর্মীর দেহ

ব্যারাকপুর, ২৫ মার্চ ঃ বাড়ির তলা থেকে উদ্ধার হলো এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর রক্তাক্ত দেহ। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুরসভার ৭নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব তালবাগান এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী কমল সরকার (৪২)। তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন, না পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনাটি আত্মহত্যা না দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়ে মৃত্যু, খতিয়ে .দেখছে পুলিশ।

ঈদ উপলক্ষে হরিপালে সাড়ে তিন হাজার নববস্ত্র বিতরণ

বনস্পতি দে, হরিপাল, হুগলি,২৫ মার্চ ঃ মঙ্গলবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল লোকমঞ্চে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে হরিপাল ব্লকের ১৫টি অঞ্চলের ৩৫০০ জন সংখ্যালঘু মা ভাই বোনদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাদ্রাসা উন্নয়ন বোর্ডের মুখপাত্র

সাজ্জাদ হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন আসন্ন ঈদ উপলক্ষে আমরা সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের হাতে নববস্ত্র উপহার তুলে দিলাম মাননীযা. মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এটাই চেয়েছেন তিনি সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন আছেন থাকবেন। এদিন সাড়ে তিন হাজার নববস্ত্র সংখ্যালঘু ভাইবোনেদের হাতে তুলে দেওয়া হল শুধু তাই নয় আমরা সারা বছর নানা উৎসবে নানা সম্প্রদায়ের ভাই-বোনেদের হাতে নববস্ত্র তুলে দিই দুর্গাপুজো কালীপুজো করম পুজো ছট পুজো সহ অন্যান্য উসবে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে উৎসবের উপহার তুলে দেওয়া হয়।

স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইন পরিদর্শনে মেট্রো জিএম

কলকাতা,২৫ মার্চ ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ২৫.০৩.২০২৫ তারিখে অরেঞ্জ লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার মেট্রো স্টেশন অংশ পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ে এবং আরভিএনএলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশনে, মেট্রো কর্মকর্তারা তাঁকে কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। পরে, শ্রী রেড্ডি নির্মাণাধীন নিউ টাউন ডিপো, মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম এবং বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন।

ফের বাড়ল তাপমাত্রা, দক্ষিণবঙ্গে গরম বৃদ্ধিরও পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বত্র আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। উত্তরবঙ্গেও আপাতত কয়েক দিন শুকনো আবহাওয়া থাকবে। তবে চলতি সপ্তাহে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে আগামী শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিন দিন রাজ্যে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের জেলাগুলিতে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা। অর্থা, দিনের তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৩৫ ডিগ্রির গণ্ডি। উত্তরের জেলাগুলিতেও তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ চড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি নীচে।

নবান্নের কাছে উল্টে গেল কন্টেনার, বিঘ্নিত যানবাহন চলাচল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ মার্চ ঃ হাওড়ার মিংদরতলায় নবান্নের কাছে উল্টে গেল মালবোঝাই একটি কন্টেনার। মঙ্গলবার ভোরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এর ফলে মন্দিরতলা ও কলকাতার সংযোগকারী সেতুতে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোরে মন্দিরতলার কাছে একটি পণ্যবোঝাই কন্টেনার উল্টে যায়। রাস্তার মাঝে আড়াআড়ি ভাবে উল্টে যায় কন্টেনারটি। যার ফলে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মন্দিতলা ও কলকাতার সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ভোগান্তিতে পড়েন অফিস যাত্রীরা। খবর পেয়ে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকেরা ছুটে যান। ক্রেনের সাহায্যে কন্টেনারটিকে সরানোর চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু মালবোঝাই কন্টেনারটি বেশ ভারী হওয়ায় সেটিকে সরাতে সমস্যা তৈরি হয়। অনেক চেষ্টার পর কন্টেনার সরিয়ে দেওয়া হয়, এরপর খুলে দেওয়া হয় হাওড়ার মন্দিরতলার রাস্তা, শুরু হয় যান চলাচল।

উলুবেড়িয়া-১ ব্লকে মৎস্য চাষের প্রসারে মাছের চারা বিতরণ

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২৫ মার্চ ঃ উলুবেড়িয়া-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এবং মহেশপুর বিবেকানন্দ সংঘের ব্যবস্থাপনায় ছোট জলাশয়ে মাছ চাষ প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন মৎস্য চাষি এবং চারটি প্রতিষ্ঠান-আশা ভবন, পালপাড়া হাই স্কুল, চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ধুলাসিমলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র-কে মাছ চাষের জন্য ২০ কেজি করে মোট ২০৮০ কেজি মাছের চারা প্রদান করা হলো। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় মস্য চাষিদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাশযগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্রশেখর প্রামাণিক, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শেখ মফিজুল, এফ ই ও সন্দীপ বসাক এবং যুগ্ম বিডিও লিপিকা রায়। উপস্থিত কর্মকর্তারা মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই উদ্যোগ মৎস্য উপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে বলে তাঁরা জানান।

মৌসুনি দ্বীপের লোকালয়ে কুমির আতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৫ মার্চ ঃ এবার মৌসুনি দ্বীপের লোকালয়ে কুমিরআতঙ্ক চাঞ্চল্য ছ।লো।সোমবার রাতে প্রায় কয়েকঘণ্টা লুকোচুরির পর বনদপ্তরের পাতা ফাঁদে ধারা পড়ে কুমিরটি। আর এই ঘটনায় পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দিনকযেক্ আগেই লোকালয়ে একটি পুকুরে কুমিরটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। বিষয়টি জানানো হয় বনদপ্তরকে। বনকর্মীরা উপস্থিত হওয়ার পরে চিৎকার শুনে সেখান থেকে পালায় কুমিরটি। কাছে থাকা এ পুকুর-সে পুকুরজুড়ে তল্লাশি শুরু করে বনদপ্তরের কর্মীরা।বিস্তর খোঁজাখুজির পর তাঁর খোঁজ মেলে অন্য এক পুকুরে।সোমবার রাতে দেখা যায় কুমিরটি স্থান পরিবর্তন করে মানিক দাস নামে অন্য এক ব্যক্তির পুকুরে চলে গেছে।সোমবার রাতে স্থানীয়দের নজরে পড়ে কুমিরটি। বনকর্মীদের খবর দেওয়ার পর ওই পুকুর জুড়ে তল্লাশি শুরু হয়। ফেলা হয় টানা জাল।শেষ পর্যন্ত সোমবার রাতেই কুমিরটিকে জালে বন্দি করা হয়। রাতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বকখালি বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসে। মঙ্গলবার চিকিৎসার পর কুমিরটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হ চ্ছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেল।

ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের নাম উঠলো ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৫ মার্চ ঃ সারা জীবনের দির্ঘ বহু বছর ধরে রাজ্যের একমাএ শিল্পী একনাগাড়ে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে সমাজ সচেতন করে চলেছেন তিনি ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। তিনি খাজা আনোযার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষ, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। সরকারি বেসরকারী ভাবে বহূ পুরস্কার সম্মানে সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউলের নাম এবার ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। সত্যিকারের যোগ্য মানুষ কে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বেছে নিয়ে সার্টিফিকেট ও মেডেল দিয়ে বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে সম্মানিত করলো। জানা গেলো সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় ও দেশে বিদেশে সম্পূর্ন নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে সমাজকে সচেতন করা ও সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ করা এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির রক্ষায় নিজে গান লিখে সুর করে বাউলাঙ্গে নৃত্য করে বার্তায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছানোর জন্য এই বিশেষ সম্মান। সারা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান তো বটেই সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় মানুষের কাছে এছাড়া ভারতবর্ষ ও দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কাছে এমনকি বিদেশেও সম্মানিত। ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল সমাজের আইকন এবং সংবাদের শিরোনামে থাকা এমন এক মানুষ যাকে সমাজ সেবার আলোয় আলোকিত বহুমূখী প্রতিভাবান শিল্পী ও বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল বলে সকলেই চেনেন জানেন। এছাড়াও সম্মানিত হয়ে আশির্বাদ পেয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড কালচার ফেস্টিভ্যাল প্রধান মন্ত্রী ও যোগ গুরু রবিশঙ্কর জি, মতদাতা মহা উৎসবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন, জাতীয় সম্মান দু বার, বাংলাদেশ হাই কমিশন ঢাকা, অ্যামেরিকা থেকে সম্মানিত। বহুবার স্বর্ন পদক সম্মান, দুবার অনারারী ডক্টরেট সম্মান, জয়দেব বাউল মেলায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পূর্ব বর্ধমানের শ্রেষ্ঠ বাউল শিল্পীর পুরস্কার , বাংলার দুই রাজ্যপালের কাছে সম্মানিত, এছাড়া রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রীদের কাছে সম্মানিত। এছাড়াও বহু পুরস্কার ও সম্মাননা রয়েছে স্বপন দত্ত বাউলের ঝুলিতে যা দেখলে সকলকেই অবাক হতে হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল বলেন বাংলার বাইরে দেশ বিদেশ আমার নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দিন পরে হলেও যে ভারত মাতার গর্ব হতে পারছি সেটা বুঝলাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠলো দেখে ও পুরস্কারে সম্মানিত হতে পেরে। আমি মনে করি গ্রিনিস রেকর্ড বুকেও আমার নাম ওঠার জন্য আমি যোগ্য।

মানুষের ইতিহাসে সামাজিক সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম

ডাঃ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য ঃ মানুষের ইতিহাসে সামাজিক সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। হোমো স্যাপিয়ান্স প্রজাতির টিকে থাকার পেছনে তাদের সামাজিক প্রবণতা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমান বিশ্বে নগরায়নের ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে প।ছে, যা একাকিত্ব, মানসিক রোগ, এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁ।য়িছে। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো একাকিত্বের উপরিভৌম প্রভাব এবং সামাজিক সংযোগের গুরুত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

একাকিত্ব ও হোমো স্যাপিয়ান্স প্রজাতির সামাজিক প্রবণতা ঃ

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের টিকে থাকার অন্যতম কারণ ছিল তাদের দলবদ্ধভাবে বসবাসের ক্ষমতা । অন্যদিকে, নিয়ান্ডারথালরা অপেক্ষাকৃত একাকী জীবনযাপন করত, যা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়।

একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, social bonding and cooperation were key survival strategies of Homo sapiens (Henrich, 2016)। সামাজিক সংযোগের এই প্রবণতা আজও মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একাকিত্বের স্বাস্থ্যগত প্রভাব ঃ বর্তমান সময়ের বেশ কয়েকটি গবেষণা দেখিয়েছে যে একাকিত্ব মানুষের শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একাকিত্বে ভুগলে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা(করটিসল)বৃদ্ধি পায়, যা রক্তচাপ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ায় (Holt-Lunstad et al., 2015)। একটি বিশ্বব্যাপী সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, একাকিত্বের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ২৬-৩২ বৃদ্ধি পায় (Holt-Lunstad, Smith, Layton, 2010)। বিশ্ব স্বাস্থ্য

সংস্থার (হু, ২০২০) তথ্যমতে, বিশ্বে ৩৩ মানুষ একাকিত্বে ভোগেন, বিশেষত ব্রাজিল, তুরস্ক ও ভারতে এই হার সর্বোচ্চ। স্নায়ুবিজ্ঞান গবেষণায় দেখা গেছে, একাকিত্বের ফলে ঝণ্ডন্তশড এবং প্রদাহজনিত হরমোনের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যা ডিমেনশিয়া ও আলঝাইমারের ঝুঁকি বানিয়ে দেয়।

সামাজিক সংযোগঃ স্বাস্থ্যকর জীবনের মূলমন্ত্র-বিজ্ঞানীরা বলছেন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক সংযোগ বা।ানো একাকিত্বের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। প্রেম, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সংযোগ আমাদের মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন ও এন্ডোরফিন নিঃসরণ ঘটায়, যা মানুষকে মানসিক চাপ ও বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দেয় ।

কিছু গবেষণা উল্লেখ করেছে যে, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির ফলে মানসিক চাপ হ্রাস পায় এবং হৃদরোগ ও অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমে।

গবেষণা-ভিত্তিক সুপারিশঃ সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোর আলোকে মনোবিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছেনঃ

১. বন্ধু ও পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা- সামাজিক বন্ধন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে ।

২. সোশ্যাল মিডিয়াকে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা - অনলাইন সংযোগ বাস্তব জীবনের সামাজিকীকরণের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৩. আড্ডা ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা-এতে oxytocin * endorphin নিঃসরণ বাড়ে, যা মস্তিষ্ককে আনঃদ অনুভব করায় ।

উপসংহার ঃ একাকিত্ব শুধুমাত্র একা থাকা নয়, এটি একধরনের মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি মনে করেন তার সাথে কেউ নেই। গবেষণাগুলোর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, সামাজিক সংযোগ শুধু মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নয়, বরং শারীরিক সুস্থতার জন্যও অপরিহার্য। তাই, সামাজিক সংযোগ বা।ানো, বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্ক জোরদার করা, এবং আনন্দদায়ক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাই সুস্থ থাকার অন্যতম প্রধান উপায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১৪ সংখ্যা, বুধবার, ১২ চৈত্র , ১৪৩১

ভোটার-তালিকার কারচুপি

সম্পাদকীয়

তাহলে কি ভুতুড়ে ভোটার কার্ড নিয়ে ধরা পড়ে গেল কেউ একজন। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নই তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। যখন এই কাজ ওখানে করেছে, তবে তারা তা এই রাজ্যেও করতে পারে। এই ভাবনা থেকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে প্রস্ন তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার-তালিকায় কারচুপি হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ করেছিলেন। নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্রে ভোটার-তালিকায় 'ভুতুড়ে' ভোটারের নাম ঢোকানোর অভিযোগ উঠে এসেছিল। এক্ষেত্রে অভিযোগের তির সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে বিরোধী দলগুলির জোট এই অভিযোগ তোলে বলে জানা গিয়েছিল। অভিযোগ, গত লোকসভা ভোটের পর মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত মধ্যবর্তী পাঁচ-ছ'মাসে সেখানকার ভোটার তালিকায় প্রায় ৩৯ লক্ষ নাম যোগ হয়েছে। কংগ্রেস অভিযোগ করছে, মহারাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এই ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যা। কিন্তু কি করে। তার উত্তরে কেউ মুখ খুলছন না। জোটের আরও অভিযোগ, লোকসভা ভোটে যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি কম ভোট পেয়েছে- সেখানে এই নতুন ভোটার-সংখ্যার হার বেশি। যত সংখ্যক নতুন নাম-তালিকায় যোগ হয়েছে, বিজেপির ভোট সেসব কেন্দ্রে ঠিক ততটাই বেড়েছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ। দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে কেজরিওয়ালের আপ অভিযোগ করেছিল, ভোটার-তালিকা থেকে বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রেও অভিযোগের তির ছিল নির্বাচন কমিশনের দিকে। মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে অপ্রত্যাশিত জয় পেয়েছে বিজেপি। তাই এই প্রশ্ন উঠছে। এতে ভোটার তালিকায় কারচুপির বড় ভূমিকা রয়েছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। বাংলার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন আচমকা ভোটার-তালিকা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বাংলার ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটারের নাম ঢোকানো শুরু করেছে, কার্যসিদ্ধির জন্য কারচুপি করে নির্বাচন কমিশন একটি বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করেছে। সেই সংস্থা একই ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বরে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা ভূতুড়ে ভোটারের নাম তালিকায় ঢোকাচ্ছে। ইতিমধ্যে গঙ্গারামপুরের এমন এক ভোটারের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, যাঁর ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র তথা 'এপিক নম্বরে ভিন রাজ্যের (গুজরাট) এক বাসিন্দার নাম তালিকায় উঠেছে। রাজ্যের ভোটার-তালিকা থেকে বাছাই করা কিছু নাম বাদ দেওয়ার একটা ছক তৈরি হচ্ছে কি না- তৃণমূলের প্রশ্ন তা নিয়েও। মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, কমিশনের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে বিজেপির এই ষড়যন্ত্রকে মহারাষ্ট্র ও দিল্লি ভোটের আগে ধরা যায়নি। কিন্তু এখন তারা সচেতন হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই তৃণমূল কংগ্রেস ভোটার-তালিকার কারচুপি ধরতে পথে নেমে পড়েছে। বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ নিয়ে বিরোধীরা প্রবল আপত্তি তুলেছিল- কারণ, তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও সমবায়মন্ত্রকের উচ্চপদে কাজ করেছেন। ৩৭০ ধারা রদ সংক্রান্ত কমিটি ও রামজন্মভূমি ট্রাস্টের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এরকম একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অধীনে ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা কতটা সঠিক থাকবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সেই নিয়েই বস্তুত প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য

সম্পাদকীয়

এর জন্য তালিবানরা পর্যন্ত এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হঠাৎ আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে বসবে এটা কল্পনা করতে পারেনি তালিবানরা। যার ফলে তালিবানরা লাদেনের কাশ্মীর সিদ্ধান্তকে কার্য করতে একেবারে অসমর্থ হল। আসলে জঙ্গি কার্যকলাপকে টিকিয়ে রাখারই হচ্ছে পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য। এবারে কিন্তু করোনা পরিস্থিতি একেবারে পৃথিবীর অবস্থানকে পাল্টে দিয়েছে। এর আগে বহুবার দিল্লি পাকিস্তানের হাতে দাউদের ঠিকানা তুলে দিয়েছিল তাকে একেবারে অস্বীকার করতে শুরু করে পাকিস্তান। দীর্ঘদিন ধরে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। পাকিস্তান সেই সময়ে দাউদের করাচিতে অবস্থানের কথাকে অস্বীকার করে। তার পরে এতদিন বাদ দাউদের অস্তিত্বের কথা পাকিস্তান স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ফিনানসিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছিল যে জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ না করলে পাকিস্তানকে কালো তালিকা ভুক্ত দেশ বলে ঘোষণা দেওয়া হবে। বলা হয়েথিল জঙ্গিদের নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারে ইসলামাবাদ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা জানাতে হবে। সেই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে কালো তালিকা ভুক্ত করা হবে পাকিস্তানকে এই রকম হুশিয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এবং সেই সময়সীমা এখন শেষের মুখে। এফএটিএফ-র কালো তালিকা ভুক্ত হলে বহু অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে পাকিস্তান। আজকে করোনা আবহে পাকিস্তানের যা আর্থিক অবস্থা তাতে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে গেলে অনুদানের ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে। অনুদান ছাড়া পাকিস্তানের বাঁচার আর কোনও উপায় নেই। সেই সম্ভাবনাকে এড়াতেই ব্যক্তি বা সংগঠন মিলিয়ে মোট আষ্টাশি জনের নামের তালিকা এফএটিএফ'কে জানিয়ে দিল পাকিস্তান যে এদের ওপরে কড়া আর্থিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

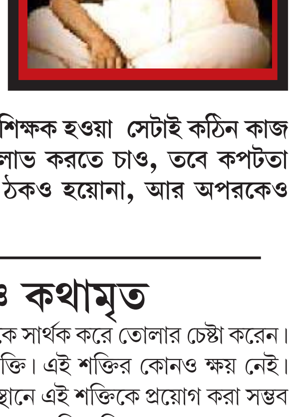

সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সৎসঙ্গী। আত্নন: সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো য: স এব সৎসঙ্গী অর্থাৎ আমি সৎসঙ্গী তার মানে আমি প্রতি প্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী।অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

দুটি মন বিজ্ঞান, ধর্ম এবং দর্শনের ধারণাগুলি আবিষ্কার করেছিল

কৌশিক দাশ

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯৩০ সালের গরমকালে নোবেলজয়ী সহকর্মী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জার্মানিতে তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। মাসটি ছিল জুলাই। দুটি মন বিজ্ঞান, ধর্ম এবং দর্শনের ধারণাগুলি আবিষ্কার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যকার কথোপকথন লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই সময় সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে। ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই আইনস্টাইন তাঁর বার্লিনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই দুজন জ্ঞান নক্ষত্র যখন এক সাথে হয়, তখন গভীর আলোচনা হবেই। তাঁরাও আলোচনা করেছিলেন মানব ইতিহাসের গভীর ও জটিল কিছু বিষয় নিয়ে। আলোচনার বিষয় ছিলো সত্য, সুন্দর ও চেতনা নিয়ে। একজন জগত সেরা বিজ্ঞানী, আরেকজন অন্তর্জগত নিয়ে ভাবা একজন দার্শনিক। তাদের দুজনের কথোপকথন ছিলো ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর মতো। নিচের কথোপথনটি Science and the Indian Tradition: When Einstein Met Tagore বইটির অংশ বিশেষ। ব্রেইন পিকিন্স এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেই অংশ বিশেষের অনুবাদ নিচের লেখাটি। রবীন্দ্রনাথ : আপনি গণিত দিয়ে স্থাল-কাল ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত আছেন। আর আমি এ দেশে এসে চিরন্তন জগত ও বাস্তবতার জগত সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছি।

আইনস্টাইন: আপনি কি মনে করেন স্বর্গ পৃথিবী থেকে আলাদা কোনো বস্তু?

রবীন্দ্রনাথ: না, আলাদা নয়। মানুষের আচরণেই মহাবিশ্বের রূপ ধরা পড়ে। এমন কিছু নেই যা মানুষ দিয়ে বোঝা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় মানব সত্য মহাবিশ্বের সত্য এক। আমি এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে বিজ্ঞানের একটা দিক উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি। বস্তু ইলেকট্রন-প্রোটন দিয়ে গঠিত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বস্তুকে কঠিন মনে হয়, এর ভেতরটা ফাঁকা। একইভাবে মানবতা এমন অনেক স্বতন্ত্র মানুষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু তাদের মাঝে এক ধরণের ভেতরকার যোগসূত্র আছে, যা এই পৃথিবীকে একতাবদ্ধ করে। আমি কলা, সাহিত্য আর মানুষের ধর্মীয় বোধ নিয়ে চিন্তা করে এই ভাবনাটি পেয়েছি।

আইনস্টাইন: মহাবিশ্ব সম্বন্ধে দুই ধরনের ধারণা দেয়া যায়। এক ধরনের ধারণা যেখানে পৃথিবী মানুষের উপর নির্ভরশীল। আরেক ধরনের ধারণা যেখানে পৃথিবী মানুষ থেকে স্বাধীন।

রবীন্দ্রনাথ: যখন মহাবিশ্ব মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তখন তা আমরা পরম সুন্দর ও সত্য হিসেবে অনুভব করি।

আইনস্টাইন: এটা তো মানুষ নির্ভর মহাবিশ্বের ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ : এটা ছা।। আর কোনো ধারণা থাকতে পারে না। এই পৃথিবী মূলত মানুষের পৃথিবী। পৃথিবী সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও একজন বৈজ্ঞানিক মানুষের দৃষ্টি। সত্যের কিছু কার্যকারণ ও উপভোগের মাপকাঠি আছে। পরম মানুষ আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

আইনস্টাইন: এটা মানব সত্তার অনুধাবন।

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ। একটি একক পরম সত্তা। আমাদের আবেগ ও কাজকর্মের মাধ্যমে একে অনুভব করতে করতে হবে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে বুঝতে পারি পরম সত্তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বিজ্ঞান ব্যক্তি সত্তা নিয়ে চিন্তিত নয়। বরং বিজ্ঞান বিশ্ব সত্তা নিয়ে ভাবে এবং সত্য কখনোই ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ধর্ম এই সত্যকে বোঝে। এই সত্য তাদের সবাইকে এক সুতোয় গাঁথে। ব্যক্তি সত্তা বিশ্ব সত্তায় রূপ নেয়। ধর্ম সত্যে মূল্য যোগ করে। আমরা সত্যকে ভালো হিসেবে জানি কারণ আমরা সত্যের সাথে একাত্ম অনুভব করি।

আইনস্টাইন: তাহলে সত্য কিংবা সু :দর কি মানুষের উপর অনির্ভরশীল?

রবীন্দ্রনাথ : না।

আইনস্টাইন: যদি মানুষ বলে কিছু না থাকে তাহলে এপোলো ভেলভেদেরকে আর সুন্দর বলা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ : না।

আইনস্টাইন: আমি সুন্দরের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা মানতে পারি। কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি মানতে রাজি নই।

রবীন্দ্রনাথ : কেন নয়? সত্যের উপলব্ধি তো মানুষের মাধ্যমেই আসে।

আইনস্টাইন: আমি আমার ধারণা সঠিক প্রমাণ করতে পারবো না। কিন্তু এটাই আমার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ : সুন্দর হলো তা যা বিশ্ব সত্তার সাথে একাত্ম। আর বিশ্বমনকে পুরোপুরি বোঝা গেলে তখনই তা সত্য। আমরা প্রত্যেকে ভুল-ভ্রান্তি, অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সত্যকে জানতে পারি। সত্যকে জানার আর অন্য কোনো উপায় কি থাকতে পারে?

আইনস্টাইন: সত্যকে অবশ্যই মানব অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন হতে হবে। আমি এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারবো না। কিন্তু এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি বিশ্বাস করি পিথাগোরাসের তত্ত্ব এমনিতেই সত্য। এতে মানব অভিজ্ঞতার কোনো দরকার নেই। যদি মানুষ ছাড়া কোনো বাস্তবতা থেকে থাকে, তাহলে সেই বাস্তবতার সাপেক্ষে আরেকটা বাস্তবতা থাকবে। প্রথমটাকে অস্বীকার করা মানে দ্বিতীয়টাকেও অস্বীকার করা।

রবীন্দ্রনাথ : যে সত্য বিশ্ব সত্তার সাথে একীভূত, কেবল তাকেই সত্য বলা যায়। নতুবা আমাদের নিজস্ব সত্য, যা বৈজ্ঞানিক সত্য বলা হয়, যা যুক্তি চিন্তার মাধ্যমে পাওয়া যায় তা সত্য হতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে ব্রাহ্মণ বলে একটা কথা আছে যার মানে হলো পরম সত্য। আমাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত মন নিয়ে তা কখন পাওয়া যায় না। এ সত্যকে পেতে হলে অসীমের সাথে বিলীন হতে হবে। কিন্তু এ ধরণের সত্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা এখানে যে সত্য নিয়ে আলোচনা করছি তা হলো মানব মনের কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় তা। একে মায়া বা ভ্রম বলা যেতে পারে।

আইনস্টাইন: তাহলে আপনার মতানুযায়ী যা হয়তো ভারতীয় ধারণা তা হলো এই মায়া কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়, বরং পুরো মানব সমাজের।

রবীন্দ্রনাথ : এই পুরো প্রজাতিই একটি মূলের অন্তর্ভুক্ত, তা হলো মানবতা। তাই পুরো মানব মন একসাথে সত্যকে অনুভব করে। আর সেখানে ভারতীয় মন ও ইউরোপীয় মন একসাথে মিলিত হয়।

আইনস্টাইন: জার্মান ভাষায় প্রজাতি বলতে পুরো মানব জাতিকে বোঝায়। এমনকি বনমানুষ ও ব্যাঙকেও প্রজাতি বলে।

রবীন্দ্রনাথ : বিজ্ঞানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে সত্য এমন রূপে পৌঁছি যা আছে বিশ্ব মানবের মনে।

আইনস্টাইন: মূল সমস্যা হলো সত্য আমাদের চেতনা থেকে স্বাধীন নাকি নির্ভরশীল এটা নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ : আমরা যাকে সত্য বলছি তা সাবজেক্টিভ ও অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিক সঙ্গম, যা শুধু মাত্র সুপার হিউম্যান দ্বারাই সম্ভব।

আইনস্টাইন: আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও মানুষ থেকে স্বাধীন বাস্তবতা অনুভব করি। আমরা আমাদের অনুভবগুলো ঠিকভাবে কাজ করানোর জন্য এটা করি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি এই ঘরে কেউ না থাকে, তবুও টেবিলটা তার জায়গায় বিদ্যমান থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, এটা ব্যক্তি মনের বাইরে থাকে, কিন্তু বিশ্ব মনের বাইরে থাকে না। আমার যে চেতনা দিয়ে আমি টেবিলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, সেই একই ধরনের চেতনা দিয়ে টেবিলের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব।

আইনস্টাইন: রুমে কেউ না থাকলেও টেবিলের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা আমাদের অস্তিত্ব ছাড়া টেবিলের উপস্থিতি বলতে কী বোঝায় তাই আসলে বুঝি না। আমাদের অস্তিত্ব ছাড়া সত্যকে আমরা ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করতে পারি না। এই বিশ্বাস আমাদের থেকে শুরু করে সবার ছিলো। এই বিশ্বাস আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। যদিও আমরা জানি না আমাদের অভিজ্ঞতা ও মনের বাইরের বাস্তবতা বলতে আসলে কী বোঝায়!

রবীন্দ্রনাথ : বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে টেবিল যে একটি কঠিন বস্তু তা হলো একটি দৃশ্যমান অনুভূতি। তাই মানব মন বলে কিছু না থাকলে টেবিলের বাস্তবতা বলে কিছু থাকতো না। এটা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের বস্তু জগত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান তড়ি শক্তির কেন্দ্রের দ্বারা তৈরি। সত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব হলো বিশ্ব মন এবং আমরা ব্যক্তি মন আসলে এক। এই দুইয়ের মধ্যে মিল ঘটানোর চেষ্টা চলছে বিজ্ঞান, দর্শন ও আমাদের মূল্যবোধের মাধ্যমে। মানুষের বাইরে যদি কোনো বাস্তবতা থেকে থাকে, তাহলে মানুষের কাছে সেই বাস্তবতার কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি এমন কোনো মন থেকে থাকে যার কাছে ঘটনাগুলো স্থানে ঘটে না, বরং সময়ে ঘটে অনেকটা সুরের নোটের মতো, এ ধরণের মনের কাছে পিথাগোরাসের জ্যামিতির কোনো মানে নেই। কাগজ ও সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা। মথের যে মন আছে, তা অনুযায়ী সে যখন কাগজ খায়, তার কাছে তখন সাহিত্যের কোনো মানে নেই। কিন্তু মানুষের কাছে কাগজের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য অনেক বেশি। তাই এমন কোনো সত্য যদি থাকে যা মানুষের অনুভূতি ও যুক্তির বাইরে, তাহলে সে সত্যের কোনো মানে থাকবে না যতক্ষণ আমরা মানুষ থাকবো।

আইনস্টাইন: তাহলে আমি আপনার চেয়ে বেশি ধার্মিক।

রবীন্দ্রনাথ : আমার ধর্ম হলো আমার চেতনায় মানব মন ও বিশ্ব মনের সংমিশ্রণ ঘটানো।

রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। বিশ্ব পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং আইনস্টাইনের নানান স্মৃতি বিজড়িত কথা।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপার সাহায্যে ত্রাণকাজ চালান

'সোনার বাংলা' শীর্ষক ইশতেহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন ক্ষুদিরাম

'বিশেষ প্রতিবেদক

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম তার বোন অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে তমলুক শহর থেকে মেদিনীপুরে চলে আসেন। ক্ষুদিরাম বসু তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল এবং মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালে তার শিক্ষা জীবন শুরুহয় আনন্দপুরের একটি মিডল স্কুলে। সেখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণীপর্যন্ত পড়েছিলেন।মেদিনীপুরে তার বিপ্লবী জীবনের অভিষেক। তিনি বিপ্লবীদের একটি নবগঠিত আখড়ায় যোগ দেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন হেমচন্দ্র দাসের সহকারী। এটি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্রিটিশবিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ক্ষুদিরাম তার গুণাবলীর জন্য সবার চোখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্যে বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে এখানে আশ্রয় পান। ক্ষুদিরাম তারই নির্দেশে 'সোনার বাংলা' শীর্ষক বিপ্লবাত্মক ইশতেহার বিলি করে গ্রেপ্তার হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কাঁসাই নদীর বন্যার সময়ে রণপার সাহায্যে ত্রাণকাজ চালান।১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তার সহযোগী হেমচন্দ্র কানুনগোকে প্যারিসে নির্বাসনে থাকা একজন রাশিয়ান নিকোলাস সাফ্রানস্কি-এর কাছ থেকে বোমা তৈরির কায়দা শেখার জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।বঙ্গ প্রদেশ ফেরার পর হেমচন্দ্র এবং বারীন্দ্র কুমার আবার দুজনের সহযোগিতায় ডগলাস কিংসফোর্ডকে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। কিংসফোর্ড আলিপুর প্রেসিডেন্সি বিচারালয়ের মুখ্য হাকিম ছিলেন, যার হাতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যুগান্তরএর অন্যান্য সম্পাদকদের মামলা চলছিল। যাঁদের তিনি কঠোর সাজা শুনিয়েছিলেন। যুগান্তর দ্ব ন্দ্বমূলক সম্পাদকীয় লিখে তার প্রতিক্রিয়া জানায়, ফলে এব্যাপারে আরো পাঁচজন অভিযুক্ত হলে এই সংবাদপত্র ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসমস্ত অভিযোগে সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি পায় এবং এতে অনুশীলন সমিতির জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের সহায়ক হয়। সশস্ত্র বিপ্লবী একটা আদর্শ হিসেবে অঘোষিতভাবে বঙ্গ প্রদেশের জনতার সমর্থন আদায় করেছিল।সেই মামলার বিরুদ্ধে প্রচারে অংশ নেওয়ায় একজন বাঙালি ছেলে সুশীল সেনকে চাবুক মারার সাজা দেওয়ায় কিংসফোর্ড সাহেবের জাতীয়তাবাদীদের কাছে কুখ্যাতি ছিল। যেমন আলিপুর প্রেসিডেন্সি আদালতে মুখ্য হাকিম হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই নবীন রাজনৈতিক কর্মীদের কঠোর ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়াগ করতেন। তিনি ওইসব কর্মীদের শারীরিক নির্যাতনের সাজা দিতেন।হেমচন্দ্রের তৈরি করা বই বোমা দিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। একটা ক্যাডবেরি কোকোর খালি টিনে এক পাউন্ড পিকরিক অ্যাসিড এবং তিনটে ডেটোনেটর। এবার এটা হার্বার্ট ব্রুমএর কমেন্টারিজ অন দ্য কমন ল বইয়ের ফাঁপা অংশে প্যাক করা হয়েছিল এবং বাদামি কাগজ দিয়ে মুড়ে নবীন বিপ্লবী পরেশ মল্লিক কিংসফোর্ডের বাড়িতে দিয়ে আসেন। কিংসফোর্ড প্যাকেটটা না-খুলে পরে দেখবেন বলে তার সেলফে রেখে দেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে বিচারকের নিরাপত্তার ভয়ে, কিংসফোর্ডের পদোন্নতি করে সরকার তাকে বিহারের মুজাফফরপুর জেলার বিচারপতি হিসেবে বদলি করেন। তার সঙ্গে যায় আসবাবপত্র, লাইব্রেরি এবং বই বোমা। অনুশীলন সমিতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করার প্রচেষ্টা জারি রেখেছিল। এপ্রিলে দুই সদস্যের একটা পরিদর্শক দল মুজাফফরপুর সফর করে, যাতে যুক্ত ছিলেন প্রফুল্ল চাকী।তাদের ফিরে আসায় বোমা দিয়েছিলেন হেমচন্দ্র, যেগুলো বানানো হয়েছিল ৬ আউন্স ডিনামাইট, একটা বিস্ফোরক এবং কালো পাউডার ফিউজ। প্রফুল্ল চাকি মুজাফফরপুরে ফিরেছিলেন একটা নতুন ছেলেকে নিয়ে, যার নাম ক্ষুদিরাম বসু।তদানিন্তন বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাজকর্মে পুলিশের সন্দেহ হতে থাকে। কলকাতা পুলিশ কিংসফোর্ডের জীবন বাঁচানোর জন্যে সচেতন হয়ে ওঠে। কমিশনার এফ এল হলিডে মুজাফফরপুর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপেক্ষার বদলে সতর্ক হয়েছিলেন। যাইহোক, চারজন লোককে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি নতুন নাম ধারণ করে যথাক্রমে হরেণ সরকার ও দীনেশ চন্দ্র রায় হয়েছেন, এবং কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এক দাতব্য সরাইখানায় (ধর্মশালা) তারা বাসা নেন। তাদের অজ্ঞাতবাসের দিনগুলোতে ওই বিপ্লবীদ্বয় তাদের লক্ষ্যের কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন রুটিনের ওপর নজরদারি করতেন। দুই বিপ্লবী সফলভাবে তিন সপ্তাহের ওপর তাদের পরিচয় গোপন রাখতে পেরেছিল। মুজাফফরপুরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আর্মস্ট্রঙের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে সিআইডি অফিসার কলকাতায় ফিরে এসেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, বিপ্লবীদ্বয় ওখানে পৌঁছায়নি। ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে জায়গামতো হাজির হয়েছিল। স্কুল ছাত্রের ভান করে মুজাফফরপুর পার্কে তারা সমীক্ষা করেছিলেন যে, এটা ব্রিটিশ ক্লাবের উলটো দিকে, যেখানে কিংসফোর্ড ঘনঘন আসেন। একজন কনস্টেবল তাদের দেখেছিল।মুজাফফরপুরে কিংসফোর্ডকে গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টাভাগ্য ভালোর দিনে, প্রিঙ্গল কেনেডি নামে একজন ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের মেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কিংসফোর্ড এবং তার স্ত্রী ব্রিজ খেলছিলেন। তারা রাত ৮.৩০ নাগাদ বাড়ি ফিরতে মনস্থ করেন। কিংসফোর্ড এবং তার স্ত্রী একটা গাড়িতে ছিলেন যেটা কেনেডি এবং তার পরিবারের গাড়ির মতোই দেখতে ছিল। কেনেডি মহিলাগণ কিংসফোর্ডের বাড়ির চত্বর থেকেই যাচ্ছিলেন। যখন তাদের গাড়ি ওই চত্বরের পূর্ব ফটকে পৌঁছায়, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল গাড়িটার দিকে দৌড়ে যান এবং গাড়িতে বোমাগুলো ছোড়েন। একট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে কিংসফোর্ডের বাড়িতে আনা হয়। গাড়িটা ভেঙে গিয়েছিল এবং কেনেডি মহিলাগণ ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। মিস কেনেডি এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যান এবং মিসেস কেনেডি গুরুতর আঘাতের ফলে ২ মে তারিখে প্রয়াত হন।ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল নিজেদের রাস্তায় পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যরাতের মধ্যে সারা শহর ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল, এবং খুব সকাল থেকেই সমস্ত রেলস্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল যাতে প্রত্যেক যাত্রীর ওপর নজর রাখা যায়। সকাল পর্যন্ত ক্ষুদিরাম ২৫ মাইল পায়ে হেঁটে ওয়াইনি নামে এক স্টেশনে পৌঁছান। যখন একটা চায়ের দোকানে তিনি এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন, তখন তিনি ফতে সিং এবং শিউ প্রসাদ সিং নামে দুজন কনস্টেবলের মুখোমুখি হন, যারা তার ময়লা পা এবং বিধ্বস্ত ও ঘর্মাক্ত চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ করেছিল। কয়েকটা প্রশ্ন করার পর তাদের সন্দেহ বেড়ে যায় এবং তারা ক্ষুদিরামকে আটক করার সিদ্ধান্ত নেয়। ক্ষুদিরাম তাদের দুজনের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে এবং তৎক্ষণা দুটো রিভলভারের একটা পড়ে যায়। অন্য রিভলভারটা দিয়ে কনস্টেবলদেরকে গুলি করতে উদ্যত হওয়ার আগেই কনস্টেবলদের একজন ক্ষুদিরামকে পিছন দিক থেকে মজবুত আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ধরে ফেলে। নবীনতর এবং হালকা চেহারার ক্ষুদিরামের পক্ষে নিজের প্রতিরক্ষা অথবা অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। তার কাছে ৩৭ রাউন্ড গোলাগুলি, ৩০ টাকা নগদ, একটা রেলপথের মানচিত্র এবং একপাতা রেলের সময়সারণি ছিল। ক্ষুদিরাম চিরকালের জন্যে ধরা পড়ে গেলেন! ওয়াইনি রেল স্টেশনটা বর্তমানে নাম বদল করে হয়েছে ক্ষুদিরাম বসু পুসা স্টেশন।অন্যদিকে প্রফুল্ল কয়েক ঘণ্টা কষ্ট করে অনেকটা হেঁটেছিলেন। দিনের মাঝামাঝি ত্রিগুণাচরণ ঘোষ নামে এক নাগরিক লক্ষ করলেন যে, একজন যুবক তার দিকেই আসছেন। তিনি বোমা বিস্ফোরণে ভীত হয়েছেন এবং অনুভব করেছেন যে, প্রফুল্ল চাকি হলেন সেই অন্য বিপ্লবী। ত্রিগুণাচরণ ঘোষ তার জীবন রক্ষা করে তাকে তার বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে বাঁচাতে চাইছেন। তিনি সেই রাতেই প্রফুল্লর কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সমস্তিপুর থেকে মোকামাঘাট যাওয়ার এবং পরবর্তী যাত্রায় হাওড়া যাওয়ার ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করেন। ট্রেনের একই বগিতে ব্রিটিশ পুলিশের একজন সব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি সফর করছিলেন। একটা কথোপকথনে তিনি ধরে ফেলেন যে, প্রফুল্লই হচ্ছেন সেই অন্য বিপ্লবী। শিমুরিঘাট রেল স্টেশনে প্রফুল্ল যখন জল খাওয়ার জন্যে ট্রেন থেকে নামেন, তখন মিস্টার ব্যানার্জি মুজফফরপুর থানায় একটা টেলিগ্রাম পাঠান। মোকামাঘাট রেল স্টেশনে প্রফুল্লকে পাকড়াও করার চেষ্টা করেন মিস্টার ব্যানার্জি। প্রফুল্ল তার কাছে থাকা রিভলভার দিয়ে নিজের মতো লড়াই করার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে যখন দেখেন যে, রিভলভারে একটামাত্র গুলি আছে, তখন তিনি নিজের মুখের মধ্যে গুলি করেন।হাতে হাতকড়ি লাগানো ক্ষুদিরামকে পয়লা মে মুজফফরপুর থেকে আনা হয়। পুরো শহর থানায় ভিড় করেছিল একদল সশস্ত্র পুলিশকর্মীর ঘিরে থাকা একটা কিশোর ছেলেকে শুধু একপলক দেখার জন্যে। জেলাশাসক মিস্টার উডম্যানের বাড়িতে ক্ষুদিরামকে আনা হয়েছিল। পরের দিন, অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মে, ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান লিখেছিল একটা ছেলেকে দেখার জন্যে রেল স্টেশনে ভিড় জমে যায়। ১৮ অথবা ১৯ বছরের এক কিশোর হলেও তাঁকে রীতিমতো দৃঢ় দেখাচ্ছিল। বাইরে তার জন্যেই রাখা এক চারচাকার খোলা গাড়িতে উঠতে প্রথম শ্রেণীর এক রেল কামরা থেকে বেরিয়ে সে হেঁটে আসছিল, এক উফুল্ল কিশোরের মতো, যে কোনো উদ্বেগ জানেনা....গাড়িতে নির্দিষ্ট আসনে বসার সময় ছেলেটা চিৎকার করে বলে উঠল 'বন্দেমাতরম্'। ক্ষুদিরাম বসু তাঁর শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল যুগান্তরে যোগ দেন। একের পর এক বোমা হামলার দায়ে ৩ বছর পর তাঁকে আটক করা হয়। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফরপুর, বিহারে রাতে সাড়ে আটটায় ইউরোপিয়ান ক্লাবের সামনে বোমা ছুড়ে তিনজনকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামের বিচার শুরু হয় ২১ মে ১৯০৮ তারিখে যা আলিপুর বোমা মামলা নামে পরিচিত হয়। বিচারক ছিলেন জনৈক ব্রিটিশ মি. কর্নডফ এবং দুজন ভারতীয়, লাথুনিপ্রসাদ ও জানকীপ্রসাদ। রায় শোনার পরে ক্ষুদিরামের মুখে হাসি দেখা যায়। তাঁর বয়স খুব কম ছিল। বিচারক কর্নডফ তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাঁকে যে ফাঁসিতে মরতে হবে সেটা সে বুঝেছে কিনা? ক্ষুদিরাম আবার মুচকে হাসলে বিচারক আবার প্রশ্নটি করেন। ক্ষুদিরাম তখন ওপরে উদ্ধৃত কথাটি বলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ভোর ছ-টায়। ফাসির মঞ্চ ওঠার সময়ে তিনি হাসিখুশি ছিলেন। ক্ষুদিরামকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখেছিলেন ।

সিকিমের গ্রামীণ পর্যটনকে বিশ্বমানের দরবারে উপস্থাপনা করার জন্য সম্পন্ন হল ট্রায়াল রান

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ২৫ মার্চ ঃ সিকিম রাজ্য সরকারের মূল মন্ত্র পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করা এবং এলাকার যুবক- যুবতীদের কর্মসংস্থানে দেখিয়ে এগিয়ে দাওয়াই মূলমন্ত্র বলে জানিয়েছেন সিকিম সরকারের মুখপাত্র। তাই বিভিন্ন ধরনের এডভান্সার ট্যুরিজম কে সামনে রেখে উপস্থাপনা করা হলো বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা। যেমন এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম ব্রিজে সফল বাঞ্জি জাম্পিং সহ হট এয়ার বেলুন ফ্লাইট পরীক্ষা, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের একটি নতুন উচ্চতা। সিকিম গ্রামীণ পর্যটন উৎসব ২০২৫ এক নতুন মাত্রা দিতে চায় স্বয়ং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলে। তাই মিনিস্ট্রি অফ সিভিল এভিয়েশন এবং পর্যটন দপ্তরের যৌথ প্রয়াসে এই ট্রায়াল রান সফল হয়েছে বলে দাবি করেছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। সিকিমের গ্রামীণ মানুষদেরকে আর্থিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য গ্রামীণ পর্যটন কে পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন সিকিম রাজ্যের সরকার। মানিবুং ডেন্টাম নির্বাচনী এলাকার অধীনে উত্তরে অনুষ্ঠিত, একটি উত্তপ্ত বায়ু বেলুনের সফল পরীক্ষামূলক ফ্লাইটের মাধ্যমে একটি উত্তেজনাপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে সিকিমের পর্যটন ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর নেতৃত্বে, সিকিম সরকার সক্রিয়ভাবে রাজ্যটিকে একটি বিশ্বমানের পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পর্যটন ও বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শেরিং টি. ভুটিয়া সহ আঞ্চলিক বিধায়ক এবং পর্যটন উপদেষ্টা সুদেশ কুমার সুব্বা এবং বিধায়ক এন.বি. প্রধান, ব্যক্তিগতভাবে হট এয়ার বেলুন ফ্লাইটের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এটিকে সিকিমে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে ঘোষণা করেছেন। অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপগুলির একটি রোমাঞ্চকর মিশ্রণ। উৎসবে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ প্যারাগ্লাইডিং, হট এয়ার বেলুন রাইড, সাইক্লিং অভিযান, ট্রাকিং, বিজনেস টু বিজনেস মিটিং, ঐতিহ্যবাহী স্টল, প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। উৎসবের প্রথম দিনে সিংশোর ব্রিজে সফল বাঞ্জি জাম্পিং ট্রায়াল করা হয়। হট এয়ার বেলুন ফ্লাইট টেস্টের সাফল্য এখন পশ্চিম সিকিমের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পর্যটন উন্নয়নের জন্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, পর্যটন ও বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শেরিং টি. ভুটিয়া জোর দিয়েছেন, যে সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই - এর প্রাকৃতিক রূপ পর্যটনকে একটি প্রাথমিক শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

হলেন ঃ কৃষি, পশুপালন ও উদ্যান মন্ত্রী পুরন কুমার গুরুং, বিধায়ক লোকনাথ শর্মা, বিধায়ক ইরুং তেনজিং লেপচা, জেলা কালেক্টর তেনজিং ডি ডেনজংপা, প্রাক্তন বিধায়ক দীপক গুরুং সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও উপদেষ্টারা। দেশ-বিদেশের পর্যটন স্টেকহোল্ডাররা তাদের উপস্থিতি উৎসবে প্রতিপত্তি যোগ করেছে। যার লক্ষ্য স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে পর্যটন শিল্পের সাথে সংযুক্ত করা। সিকিম গ্রামীণ পর্যটন উৎসব ২০২৫-এর মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পর্যটন শিল্পের সাথে একীভূত করা। উপরন্তু উৎসবটির লক্ষ্য যুবকদের দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, তাদের স্বনির্ভর করে তোলা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে, পর্যটন বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী, নীরজ প্রধান, সিকিমকে একটি বৈশ্বিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়ে উৎসবের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। একইভাবে, পর্যটন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সিএস রাও দপ্তরের বিভিন্ন দিক গুলো তুলে ধরেন। এই উপলক্ষ্যে পর্যটন দফতর থেকে প্রকাশিত একটি পর্যটন গাইড বইও চালু করা হয়। এই নতুন অধ্যায়ের সূচনার সাথে, সিকিম গ্রামীণ পর্যটন উসব ২০২৫ রাজ্যের পর্যটন শিল্পে নতুন মাত্রা আনবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা সিকিমকে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের শীর্ষ গন্তব্যে পরিণত করবে। গ্রামগুলিকে পর্যটন খাতের সাথে সংযুক্ত করা, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সরাসরি সুবিধা নিশ্চিত করা। এই উৎসবটি সিকিমের পর্যটন খাতের উন্নয়নে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হবে বলে প্রত্যাশিত করছে সিকিমের রাজ্য সরকার।

শিক্ষা বিস্তারে সবুজসাথী প্রকল্প সারা ভারতবর্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ মার্চ ঃ শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সবুজসাথী প্রকল্প দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সারা পৃথিবীতে। দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ছেলে মেয়েদের শিক্ষা কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কন্যাশ্রী আজ বিশ্ববন্দিত। সরকারি স্কুল কলেজে ভর্তি হলে কন্যাশ্রী ১,২ এবং কন্যাশ্রী ৩ চালু রয়েছে মেধাশ্রী স্কলারশিপ প্রদানে। শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক মুখ্যমন্ত্রী চান। খালি মুখে বললে হবে না। মহিলাদের শিক্ষা। কন্যা সন্তানের শিক্ষা। তাহলে দেশ আরোও উন্নত হবে। রাজ্য উন্নত হলে দেশের মুকুটে নতুন পালক লাগবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামে ছেলে মেয়েরা হেটে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেতে সময় বেশি লাগে। হেঁটে যাতায়াতে অসুবিধা। যানবাহন অত ছিল না। ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত যাতায়াতে সাইকেলে সহজেই পৌঁছে যাবে পড়ুয়ারা। সেই ভাবনা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়া হল নববারাকপুর পুরসভার অঙ্গন থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের। মঙ্গলবার বিকেলে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে পুরভবনে দশম পর্যায়ে সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কথা গুলি বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে কটি প্রকল্প চালু করেছেন সেটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ সারা ভারতবর্ষে। কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার সেই সব প্রকল্প অনুসরণীয় এবং অনুকরন হয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করা জন্য সবুজসাথী প্রকল্প অনন্য প্রকল্প। ছেলে মেয়েরা দেশের ও দশের একজন হও আরো বেশি করে উন্নতির শিখরে পৌছতে পারবে। এই বিশ্বাস আমার আছে বলেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুরসভার বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা, কার্যনির্বাহী আধিকারিক সহ পুরসভার এক ঝাঁক পুরপ্রতিনিধি।

গীতাঞ্জলি উৎসব শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৫ মার্চ ঃ গীতাঞ্জলি উৎসবে প্রথম 'শান্তিনিকেতন সম্মাননা' পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিকেতন- শান্তিনিকেতন লণ্ডনে থাকায়, শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি ইন্দ্রনীল সেনের হাতে বলে জানিয়েছেন শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। অতীতে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এই উৎসব শুরু করেছিলেন। কিন্তু তখন 'শান্তিনিকেতন সম্মাননা' দেওয়া হত না। এবার থেকে এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে। উৎসব ২৫ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে। চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। গীতাঞ্জলি উৎসব। এবারের উৎসব কমিটির সভাপতি পরিচালক গৌতম ঘোষ। তবে তিনি থাকতে পারছেন না। ২৫ মার্চ থেকে বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে শুরু হচ্ছে 'গীতাঞ্জলি উৎসব'। তিন দিন ব্যাপী এই উৎসবের আয়োজক শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ। এছাড়াও, সম্মাননা দেওয়া হবে সঙ্গীতশিল্পী জিত গঙ্গোপাধ্যায়কেও। তিনদিনের এই উসবে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র শতবর্ষ স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশ করবেন প্রিয়ম্ মুখোপাধ্যায়, রিতপা ভট্টাচার্য্য থেকে শুরু করে রূপঙ্কর বাগচী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহ্য রায়, অনুত্তম বাউল ও সুজয় ভৌমিক প্রমুখ। কবিতা পাঠ করবেন পরিচালক রাজা চন্দ, অভিনেত্রী পিয়ান সরকার প্রমুখ। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর দেওয়া গানও গাইবেন শিল্পীরা। চন্দ্রনাথের কথায়, আজ বিশ্বভারতী 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'। এই হেরিটেজ তকমা পেতে মুখ্যমন্ত্রীর অবদান কম নয়। তিনি বিশ্বভারতীর চতুর্দিকে রিং রোড করে দিয়েছেন। যাতে কারও কোন সমস্যা না হয়। সেগুলো মানুষের জানা দরকার। আমরা তাঁকে শান্তিনিকেতন সম্মাননা দিচ্ছি। একটি স্মারক ও মানপত্র দেওয়া হবে। এছাড়া, দুর্গাপুজোর যে কার্নিভাল হয়েছিল সেই কমিটিগুলিকে এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। বোলপুরের বিশিষ্ট মানুষজনকেও সম্মানিত করা হবে। অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে বিদেশ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ মার্চ ঃ নদীয়ার কালিগঞ্জ থানা এলাকায় এক গৃহবধূকে বিয়ের পর থেকেই মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার স্বামী ও তার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই গৃহবধূকে মারধর এবং কেরোসিন তেল দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা অভিযোগ স্বামী এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর মৃত্যু হয় গৃহবধূ পূর্ণিমা হাজরার পরবর্তীতে কালিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং ঘটনার পরই পলাতক হয়ে যায় অভিযুক্ত স্বামী বিধান হাজরা। ঘটনার মূল অভিযুক্ত বিধান হাজরাকে ক্রেফতার করে পুলিশ এরপর তাকে আদালতে তোলা হলে সে জেল হেফাজতেই ছিল আজ কৃষ্ণনগর এফ টি সি থার্ড কোট এর বিচারক শুভদীপ রায়, দুপক্ষের সয়াল পর্ব শেষ হওয়ার পর অভিযুক্ত বিধান হাজরাকে ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তৎসহ পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা অনাদায় আরো পাঁচ মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আদালত সূত্রে খবর ৩/০২/ ২১৬ তারিখে পুলিশের কাছে অভিযোগ হয়। ০৬/০২/২০১৬ তারিখে এই ঘটনার কেস স্টার্ট হয়। আন্দার সেকশন ৪৯৮ /৩০৭/৩৪ পরবর্তীতে ৩০২ ধারা যুক্ত হয়।

Office of the Pradhan
CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE
VILL. & P.O. – CHATUMADAR, P.S. - HURA, DIST. - PURULIA
Under Hura Development Block
Notice Inviting E Tender No: - WBPUR/HURA/CGP/49/eNIT No-05/ 2024-25, Dated: - 24/03/2025
E-Tender is invited by the Pradhan, Chatumdadar Gram Panchayat. Document Download / Sale/ Bid Submission Start Date (Online) **26.03.2025 11:00 AM up to 05.04.2025 05:00 PM.** Bid Opening Date (Technical) **08.04.2025 02:00 PM.** For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Chatumdar Gram Panchayat

রেলওয়ে হকারদের উপর আরপিএফ এর অত্যাচারের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন শাখা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৫ মার্চ ঃ আইএনটিটিইউসির অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি। কালনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন শাখা আইএনটিটিইউসি-র উদ্যোগে রেলওয়ে হকারদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ আরপিএফ-এর

অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক বিশাল অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি সন্দীপ বসু, এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। দুপুরের পর আরপিএফ-এর ওসির কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ স্পষ্টভাবে জানান, আরপিএফ-এর এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা আজ ডেপুটেশন দিলাম। কিন্তু যদি ভবিষ্যতেও এই অত্যাচার বন্ধ না হয়, তাহলে আমরা কালনা স্টেশনেই বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। তিনি আরও জানান, এই বিষয়টি নিয়ে আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি এটি লোকসভায় উত্থাপন করবেন। জেলা সভাপতি সন্দীপ বসু বলেন, হকারদের উপর কোনোরকম অন্যায় আমরা বরদাস্ত করবো না। আজ আমরা প্রাথমিক প্রতিবাদ জানিয়েছি, কিন্তু যদি এই অত্যাচার বন্ধ না হয়, তাহলে আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। এই অবস্থান বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন রেল হকারদের স্বার্থরক্ষায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে এই আন্দোলন আরও জোরদার হবে বলে জানানো হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতীকরণ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ২৫ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার বৈদ্যুতীকরণের প্রচেষ্টায় ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হচ্ছে, যা ১০০ বৈদ্যুতীকরণ ও নেট-জিরো কার্বন নির্গমন অর্জনের ভারতীয় রেলওয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সফল বৈদ্যুতীকরণের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে, অন্যদিকে তিনসুকিয়া ডিভিশনে বিদ্যুতীকরণের প্রচেষ্টা ক্রমাগত গতিতে চলছে। আলিপুরদুয়ারে, ৪৬ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) ৫০.৫৩৬ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) জুড়ে বিস্তৃত ফকিরাগ্রাম-গোলকগঞ্জ সেকশনের বৈদ্যুতীকরণ, সম্পূর্ণ ডিভিশন বৈদ্যুতীকরণের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা অধিক কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। একইভাবে, ৪৯.৮১ আরকেএম/৫৫.৭১ টিকেএম দৈর্ঘ্যের নিউ কোচবিহার-দিনহাটা-বামনহাট সেকশনের বৈদ্যুতীকরণ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে বৈদ্যুতীকরণের অগ্রগতিকে আরও শক্তিশালী করবে। এই সাফল্যগুলির মধ্যে এসসিএডিএ বাস্তবায়ন, স্টেশনগুলিতে ট্রিপ ইউনিট রেটিং সরবরাহ এবং সফল ইলেক্ট্রিক লোকো ট্রায়াল সহ মুখ্য

আপগ্রেডগুলি রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইলেক্ট্রিক লোকো ট্রায়াল ১৯:১৬ ঘণ্টায় শুরু হয় এবং ২০:১১ ঘণ্টায় ইলেক্ট্রিক লোকোটি ফকিরাগ্রাম পৌঁছায়, যা বৈদ্যুতীকরণের সফল বাস্তবায়নকে প্রদর্শন করে। এই মাইলফলকের সাথে, এই ডিভিশন বাসীবাসী বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, ফলে দ্রুত ভ্রমণ, কম নির্গমন এবং সাশ্রয়ী রেলওয়ের ভ্রমণ সুবিধা সম্ভব হয়ে উঠবে। এর পাশাপাশি, তিনসুকিয়া ডিভিশনের মরিয়নি- যোরহাট টাউন সেকশনের বৈদ্যুতীকরণের কাজও এগোচ্ছে। ১৮.২১৫ আরকেএম ২২.৭২৫ টিকেএম দৈর্ঘ্যের এই সেকশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সক্রিয় ভাবে চলছে। যেমন, সাব-স্টেশন, অগজিলিয়ারি ট্রান্সফর্মার ও সুপারভাইজারি কন্ট্রোল ও ডেটা আকুইজিশন ইনস্টলেশনের কাজ। এই সঙ্গে, লেভেল ক্রসিংগুলোর ও ওভার-লাইন স্ট্যাকচারগুলোর বৈদ্যুতীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই সব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পরিকাঠামোকে আধুনিকরণ করে তোলার জন্য দায়বদ্ধ এবং ভারত সরকারের মিশন ইলেক্ট্রিফিকেশন উদ্যোগে ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে। স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এমন এক রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করছে যা হবে পরিবেশের অনুকূল, আরও বিশ্বস্ত ও ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত। যে-নেটওয়ার্ক অবিরাম ভাবে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করছে।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ মার্চ ঃ ট্রলি ব্যাগে করে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার গাঁজা পাচারের পথে দুইজনকে গ্রেপ্তার করল মালদা জি আর পি। ধৃত দুইজন ট্রলি ভর্তি গাঁজা নিয়ে মালদা টাউন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় মালদা জিআরপি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুইজনকে আটক করে তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় ২৭,২৪৩ কেজি গাঁজা। জিআরপি সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম ঝন্টু সরকার (৩৫)। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সাগর পাড়া থানার নরসিংহপুর গ্রামে। অপরজনের নাম গোবিন্দ উপাধ্যায় (৩৩)। বাড়ি দক্ষিণ দিল্লির বাদারপুর থানার ফিটু রোড এলাকায়। উদ্ধার করা গাঁজা দিল্লিতে পাচার করা হতো বলে জিআরপি সূত্রে জানা গেছে। জি আর পি আই সি প্রশান্ত রায় জানান, ধৃতরা এদের মালদা টাউন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দুজনকে আটক করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজনৈতিক গেরোয় ক্ষতবিক্ষত নন্দীগ্রামের বাইপাস রাস্তা, ভোগান্তির শিকার স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৫ মার্চ ঃ নন্দীগ্রাম, সেই ২০০৭ সাল থেকে সব সময়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ভূমি আন্দোলনের হাত ধরে। ২০১১ তে ক্ষমতায় এলো তৃণমূল কংগ্রেস। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামেও তৈরি হয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল শুধু হাসপাতাল নয় পূর্ব মেদিনীপুরের স্বাস্থ্য জেলা বর্তমানে নন্দীগ্রাম।। স্বাস্থ্য জেলা ঘোষণা হওয়ার পরে যানজট এড়ানোর জন্য এই বাইপাস রাস্তা তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। নন্দীগ্রামের অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নন্দীগ্রাম বাইপাসের রাস্তা। নন্দীগ্রাম কে খেজুরী থেকে চন্ডিপুর একটি সুতোয় বেঁধে রেখেছে এই নন্দীগ্রাম বাইপাসের রাস্তা। গাড়ি চালক থেকে শুরু করে এলাকাবাসী স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় এক বছরেরও বেশি হতে চললো, নন্দীগ্রাম বাইপাসের রাস্তা খানাখন্দে ভরপুর, যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একটু বর্ষা হয়ে গেলে খানাখন্ড জলে ডুবে যায়। বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। সুরাহাই বা হবে কি করে? রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এবং রাজ্যের বিরোধীদল বিজেপি একে অপরকে দোষারূপ করেই চলেছে। মাঝখান থেকে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অসুস্থ পেসেন্ট, গাড়ির চালক, যাত্রী,সহ এলাকাবাসী। গত ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দীগ্রামের দুটি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছে বিজেপি বেশিরভাগ পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। এখানকার এমএল এ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এম.পি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। আবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি ও নন্দীগ্রামের। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলছে। তৃণমূল নেতা বাপ্পাদিত্য বর্গের দাবি এখানে বিজেপির এমএলএ এমপি থাকা সত্ত্বেও তারা নন্দীগ্রামের রাস্তাঘাট উন্নয়নে ব্যর্থ। আবার বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস কেই এই সমস্যার জন্য দায়ী করছে। বিজেপি নেতা সুদীপ দাস বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস, তারা উন্নয়নের দিকে নজর না দিয়ে শুধু তোষণের রাজনীতি করে চলেছে, বাংলার উন্নয়নে ব্যর্থ তৃণমূল কংগ্রেস।

একদিকে চলছে স্কুল, অন্যদিকে বিরিয়ানির গন্ধে ম ম করছে স্কুল

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ মার্চ ঃ একদিকে চলছে স্কুল। সেই স্কুল চত্বরেই চলছে তৃণমূলের ' ইফতার মাহফিল'র রান্না। স্কুল চত্বরে ম্যারাপ বেঁধে চলছে ইফতারের আয়োজন। দুপুর থেকেই একে একে আসতে শুরু করেছেন আমন্ত্রিত সদস্য থেকে ধর্মগুরুরা। বিরিয়ানির গন্ধে ছাত্রীদের পঠন- পাঠন শিকেয়। এমনই ছবি ধরা পরেছে খোদ রামপুরহাট বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুলে। ঘটনাটি ঘটেছে রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ওই স্কুলের বর্তমান সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আবার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। সেই স্কুলেই স্কুল চলাকালীন চলছে ইফতারের রান্না। ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে রামপুরহাট শহর তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল। স্কুল চলাকালীন রান্না করার ফলে পঠন- পাঠনের সমস্যা হয়েছে ছাত্রীদের। বিরিয়ানির গন্ধের স্বাদ পেয়ে পড়াশোনায় মন বসেনি ছাত্রীদের। এছাড়া মহিলাদের স্কুলে বহিরাগতদের আনাগোনা চলছে অবাধে। এনিয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের একাংশ। তাদের দাবি, স্কুল চলাকালীন রাজনৈতিক দলকে কিভাবে স্কুলে ইফতারের অনুমতি দেওয়া হল? স্কুল চলাকালীন বড় বড় হাঁড়ি হুন্ডি, গ্যাস নিয়ে কিভাবে রান্নার কাজ হল? ক্ষোভ থাকলেও ভয়ে কিছু বলতে পারছেন না স্কুলের সহকারি শিক্ষকা কবিতা সাহানা বলেন, আজকে আমি দায়িত্বে রয়েছি। আমি কোন অনুমতি দিইনি। রান্না হচ্ছে দেখছি। শুনেছি ইফতার হবে সন্ধ্যায়। খেলাধুলোয় ছাত্রীদের কিছুটা সমস্যা হতে পারে। স্কুল পরিদর্শক দেবব্রত ঘোষ বলেন, সোমবার আমি ওই স্কুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই নিয়ে স্কুলের কেউ কিছু আমাকে বলেননি। এমনটা হওয়ার কথা নয়। খোঁজ নিয়ে দেখছি। রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে বলেন, স্কুলের বিষয়টা পরিচালন সমিতি দেখেন। এই নিয়ে কোন অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি। স্কুলের সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সন্ধ্যায় একটা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। কিন্তু রান্নার তো কোন কথা ছিল না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। রামপুরহাট পুরসভার কাউন্সিলর সিপিএমের সঞ্জীব মল্লিক বলেন, স্কুল চলাকালীন এই এরকম অনুষ্ঠান মারাত্মক অপরাধ। ছাত্রীরা পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে না রান্নার ঘ্রাণ নেবে সেটাই বুঝতে পারছি না। তারপরও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা কিভাবে বলেন পঠন- পাঠনে কোন সমস্যা হয়নি? আসলে শাসকদলের ভয়ে সবাই জড়োসড়ো। এই সরকারের আমলে শিক্ষার দশা বেহাল হয়ে পড়েছে। পড়াশোনার মান তলানিতে ঠেকেছে। বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, এখন রাজ্যে সার্কাস পার্টি চলছে। এখানে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। থাকলে স্কুল চলাকালীন একটি রাজনৈতিক দলকে এভাবে ইফতার করার জন্য জায়গা ছেড়ে দিত না। শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে স্কুলের পঠনপাঠন শিকেয় তুলে ইফতার চলছে। আমরা এই ঘটনার নিন্দা করছি। সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

লোকালয়ে কচ্ছপ জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি আসাম মোর সংলগ্ন লোটা দেবী মন্দিরের পুকুরের পা। বাধানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্পোর। উল্লেখ্য এই পুকুরে এক সময় প্রচুর কচ্ছপ পাওয়া যেত এবং এই কচ্ছপ গুলোকে সংরক্ষণের জন্য স্পোরের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বছর ধরে জনসচেতনতা প্রসার, মেলার সময় পুকুরের জল যাতে দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখা, খরার সময় পুকুরে কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহ করা সহ একাধিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তবুও সময়ের সাথে সাথে এখানে কচ্ছপের সংখ্যা কমতে থাকে। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে শুরু হয় পুকুরের পাড় সংস্কারের কাজ। ফলে ওই পুকুর ছেড়ে কচ্ছপগুলো বাইরে বেরিয়ে.যেতে থাকে। আজ স্পোরের সদস্য অর্কপ্রভ মজুমদার স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে.ওই পুকুরের বাইরে থেকে একটি ইন্ডিয়ান রুফ টারটেল উদ্ধার করেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে করলা নদীতে ছেড়ে দেন। তিনি জানান কচ্ছপের বংশ বিস্তারের জন্য পুকুরের পাড় বাঁধানো ক্ষতিকর। কচ্ছপ সাধারণত পুকুর থেকে উঠে এসে পুকুরের ধারের নরম মাটিতে ডিম পাড়ে। ফলের কচ্ছপের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হবে বলে জানা যায়।

মহিষাদলে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা আম্রুত জল প্রকল্পের কাজে বাধা! বিতর্ক তমলুকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ মার্চ ঃ মহিষাদলের বাড় অমৃতবেড়িয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাস করা জলপ্রকল্পের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ১৮দিন ধরে ওই এলাকায় অম্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারছে না ঠিকাদার সংস্থা। শুক্রবার এই সমস্যা চরমে পৌঁছায়। ঠিকাদার সংস্থার কর্মকর্তারা সাইট থেকে সোজা তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কাছে হাজির হন। সমস্যা মেটানো না হলে ওই এলাকায় রূপনারায়ণ থেকে জল তোলার ইনটেক পয়েন্টের কাজ শুরু করা যাবে না বলে জানিয়ে দেন। ঘটনায় ক্ষুব্ধ পুরসভার চেয়ারম্যান অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করে বিষয়টি জানান। অতিরিক্ত জেলাশাসকের নির্দেশে বিকেলেই পুরসভার তরফে মহিষাদল থানায় এফআইআর করা হয়। কার্তিক তুঙ্গ নামে স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে এই এফআইআর করেছে পুরসভা। অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে তিলকবাবু বলেন, ওয়ার্ক অর্ডারে নন্দকুমারের ইছাপুর কাজ হওয়ার কথা রয়েছে। অথচ ঠিকাদার সংস্থা সেই কাগজ নিয়ে মহিষাদলের বা। অমৃতবেড়িয়ায় কাজ করতে চলে এসেছে। এটা ভাঙন অধ্যুষিত এলাকা। আমি স্থানীয় বিধায়ক। আমার সঙ্গে আলোচনা না করেই কাজ শুরু করা হচ্ছিল। তমলুক শহরে প্রতিটি কোণে আম্রুত প্রকল্পের পানীয় জল সরবরাহ করা হবো এজন্য ১০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার শিলান্যাস করেন। প্রথমে ঠিক ছিল, নন্দকুমারের ইছাপুরে রূপনারায়ণ নদ থেকে জল তোলা হবে। যদিও পরে মহিষাদল ব্লকের অমৃতবেড়িয়ার কাছে জল তোলার পরিকল্পনা হয়। এজন্য আন্তঃদেশীয় জলপথ বিভাগ এনওসি দিয়েছে। ওই এলাকা থেকে জল তুলে তমলুক শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে দক্ষিণচড়ার শঙ্কর আড়ায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে আনা হবে। সেখানে জল পরিশ্রুত করার পর পাইপলাইনের মাধ্যমে শহরের নানা প্রান্তে ওভারহেড রিজার্ভারে যাবে। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার পরই ঠিকাদার সংস্থা মহিষাদলের বা। অমৃতবেড়িয়ায় পৌঁছে যায়। কিন্তু অভিযোগ, দু'তিনজন তাঁদের কাজে বাধা ও মারধরের হুমকি দিচ্ছে। শুক্রবার ঝামেলা হতেই মহিষাদল থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, আগে ইনটেক পয়েন্ট হিসেবে নন্দকুমার ব্লকের ইছাপুরের নাম ছিল। কিন্তু, সেটা বদলে মহিষাদলের বা। অমৃতবেড়িয়া হয়েছে, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ সেইমতো এনওসি দিয়েছে। টেন্ডারে ইছাপুরের নাম ছিল।পুরো ঘটনায় কটাক্ষ বিজেপির,বিজেপির দাবি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারার গন্ডগোল চলেছে। যার জন্যে থমকে জল প্রকল্পের কাজ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C), Borough-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1) NIT No. : KMC/EE-III/30/30/24-25 (1st Call)
Name of Work : **Repair of Chocked Sewer at 47, U.C.B. Road, 1, D.D.K. Road, 121 N.M. road, 54, Sitalatala Lane and Different places in Ward no. 30** ; Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,85,659.00**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**; Last Date and Time of submission of Bid : **07.04.2025 upto 12 noon**; Date and Time of opening of Bid : **09.04.2025 after 12 noon.**

2) NIT No.: KMC/EE-III/13/41/24-25 (1st Call)
Name of Work : **Restoration of Asphaltum surface road at 2/2, 13/B/H/17 Ariff Road, 11 G.S. Lane and surrounding area in Ward no.-13 disturbed by C.E.S.C.**; Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,94,726.00**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **45 Days.**

3) NIT No.: KMC/EE-III/30/29/24-25 (1st Call)
Name of Work : **Repair of Road surface at 3/1, 4, 5 G.V.R. Lane, 22, 63, 86/A D.D.K. Road, 34, 40B U.C.B. Road and Different places in Ward no. 30 disturbed by CESC**; Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,52,192.00**; Earnest Money : **Rs. 9,500.00**; Period of Completion : **45 Days.**; Last Date & Time of Submission of Bid : **09.04.2025 upto 12 noon** (For Sl. No. 2 & 3); Date and Time of opening of Bid : **11.04.2025 after 12 noon** (For Sl. No. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **26.03.2025 - 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3)

The Executive Engineer(C)/Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1) NIT No.: KMC/IX/077/098/2024-2025
Name of Work : **Maintenance of Sewer line by desilting along Harisabha Street, Monilal Banerjee Lane, Gangadhar Banerjee Lane, Ganesh Sarkar Lane and its Surrounding areas in Ward no. 77**; Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,947.67**; Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **90 Days**.

2) NIT No.: KMC/IX/082/081/2024-2025/BUSTEE
Name of Work : **Construction of Septik Tank, Soak Well etc. at Nandigram Bustee in Ward-82**; Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,82,844.08**; Earnest Money : **Rs. 5,700.00**; Period of Completion : **45 Days**.

3) NIT No.: KMC/IX/082/085/2024-2025/BUSTEE
Name of Work : **Renovation Of Drainage Line at 7, Sabjibagan Lane (Bustee) in Ward no. 82**; Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,98,037.30**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **45 Days**.

4) NIT No.: KMC/IX/082/086/2024-2025/BUSTEE
Name of Work : **Construction of Latrine at Nandigram Bustee in Ward no. 82**; Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,50,182.68**; Earnest Money : **Rs. 9,100.00**; Period of Completion : **45 Days**. Last Date and Time of submission of bid : **09.04.2025 - 12 noon** (For Sl. No. 1 to 4); Tender will be opened on : **11.04.2025 - 12 noon** (For Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from : **26.03.2025 - 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4).

5) NIT No.: KMC/IX/071/087/2024-2025/R
Name of Work : **Renovation of Bhowanipur Venus Club at 13 & 14, Gobinda Bose Lane at Ward No.-71**; Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,99,998.81**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 Days.**

6) NIT No.: KMC/IX/071/082/2024-2025/R
Name of Work : **Restoration of Road Surface and Paver block at DL Khan Road from Trauma Care Topts Gali Disturbed by CESC and Surrounding area in Ward 71**; Estimate Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,35,539.63**; Earnest Money : **Rs. 8,800.00**; Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of Submission of Bid : **07.04.2025 - 12 noon** (For Sl. No. 5 & 6); Tender will be opened on : **09.04.2025 - 12 noon** (For Sl. No. 5 & 6); The bid forms and other details are available on and from **25.03.2025 - 5 p.m.** (For Sl. No. 5 & 6); The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6)
1530/24-25

হুলস্থূল, বিপ্লব ঘটালেন ইটালির বিজ্ঞানীরা

আলোকে সুপারসলিড রূপেই এবার নিয়ে এলেন বিজ্ঞানীরা। প্রায় সকলেই জানেন, জগতে রয়েছে তিন ধরনের পদার্থ। তরল, গ্যাসীয়, কঠিন। কিন্তু আলো এর কোনওটিও নয়। যেন শুধু ফুটন্ত কণার স্রোত, শক্তি। যা প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে এ প্রান্ত থেকে অপ্রান্ত। যার অবাধ চলাচল। সেই আলোকেই কিনা সুপার সলিড আকারে বেঁধে ফেলল বিজ্ঞানীরা! হ্যাঁ! ঠিকই পড়েছেন।আলোর সুপারসলিড অবস্থা! ইতালির বিজ্ঞানীরা এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এই সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে। যার পরই হুলস্থূল বিজ্ঞানী মহলে। বিষয়টি ঠিক কী? তার জন্য আগে জানতে হবে সুপারসলিড অবস্থা কী। কোনও পদার্থের অণুগুলিকে উচ্চচাপে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে পর্দাথটি তরলও নয়, আবার কঠিনও নয়। এই অবস্থায় পদার্থের অণুগুলি সর্বদা সচল থাকে।স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে, সুপারসলিড অবস্থা পদার্থের হয়। সেখানে আলো একপ্রকারের শক্তি। তাহলে কী করে হল এই

অসাধ্য সাধন? এক্ষেত্রে ইটালির দুই বিজ্ঞানী আন্তোনিও জিয়ানফেট এবং ডেভিড নিগ্রো বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন। শূন্য ডিগ্রি তাপামাত্রায় আলো অণুকে ঘনীভূত করা হয়। সেই অবস্থায় আলোর কণাগুলি একত্রিত হতে শুরু করে। সেই থেকে সুপার সলিড অবস্থা। এই অবস্থায় আলোর ভিতরের অংশ তরলের মতো কিন্তু তরল নয়। ঠিক যেন থকথকে অবস্থা। তাহলে এবার কি আলোকে ছুঁয়ে দেখা যাবে? না সেই ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। কারণ আলো শেষপর্যন্ত শক্তিই, যাকে সেই অর্থে ছুঁয়ে দেখা সম্ভব নয়।

অপূর্ব বৈচিত্র্যময় এ সৌরলোক!

নানা দিকে, নানা দৃষ্টিকোণে তার সৌন্দর্যও পাল্টে পাল্টে যায়। সূর্য তার রাজা, নবগ্রহ তার পারিষদ। রাজার যেমন তেজ, তেমন রূপ! তার বেশিরভাগটাই এ পৃথিবীর লোকের অদেখা, অজানা। সূর্যের তেমনই এক অভূতপূর্ব ছবি দেখাল নাসার পাঠানো চন্দ্রযান ‘ ঘোস্ট’। চাঁদের মাটিতে পা রেখে প্রথমেই তার ক্যামেরায় ধরা

পড়ল সূর্যোদয়ের ছবি। অর্থাৎ দিন শুরু হল পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহে। আর সেই মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করল ‘ ঘোস্ট’। সংস্থা নিজেই সেই ছবি পোস্ট করেছে এক্স হ্যান্ডলে। তার দৌলতে সকলের চোখের সামনে ধরা পড়ল সেই দৃশ্য - নীলাভ আভা ছড়িয়ে চন্দ্রাকাশে আবির্ভূত হচ্ছে সূর্যদেব! গত ২ মার্চ ‘ এরোস্পেস’ নামে মার্কিন সংস্থার রকেট চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। চাঁদের উত্তরপূর্ব দিকে বিশাল অন্ধকার অংশ মেয়ার ক্রিসিয়াম অঞ্চলে তার সফল অবতরণ কার্যত ইতিহাস গড়েছে। সেদিন ‘ এরোস্পেসে’র তরফে জানানো হয়েছিল, ‘ ঘোস্টের অবতরণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়েছিল। ফায়ারফ্লাই প্রথম বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে ইতিহাস গড়ল যারা সম্পূর্ণ সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করতে পারল। চাঁদের মাটিতে এই ছোট্ট পদচাকা হয়ে রইল বাণিজ্যিক অভিযানের এক দানবিক পদক্ষেপ। গোটা ফায়ারফ্লাই টিমকে অভিনন্দন। অভিনন্দন আমাদের মিশন পার্টনার এবং নাসাকে।’সেই ব্লু ঘোস্ট এবার চাঁদ থেকে দেখছে সৌরজগকে। ৩ মার্চ সে প্রথম ছবি তুলল সূর্যোদয়ের। চাঁদের আকাশে লাল-নীল আভা ছড়িয়ে সূর্য উঠছে - ‘ সে আলো’! এক্স হ্যান্ডলে সে দৃশ্যের বর্ণনা করেছে সংস্থা। লিখেছে, আভা ছড়িয়ে উঠল সূর্য! ব্লু ঘোস্টের ল্যান্ডার চাঁদে প্রথম সূর্যোদয়ের ছবি তুলেছে। আর এটাই চাঁদের দিনের সূচনা চিহ্নিত করেছে। এও বোঝা যাচ্ছে, নতুন জায়গায় গিয়ে ব্লু ঘোস্ট কাজে ফিরে এসেছে। আগামী ২ সপ্তাহ ধরে এটা কাজ করবে। এমনকী চাঁদের রাত্রিতেও ব্লু ঘোস্ট সক্রিয় থাকবে।

ভেনেজুয়েলার তেল কিনলে চাপবে ২৫ শতাংশ শুল্ক, ঘুরিয়ে ভারতের উপর খাঁড়ার ঘা ট্রাম্পের!

২৫ মার্চ ঃ বিশ্বজুড়ে চলা শুল্কযুদ্ধে এবার নয়া চাল ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সোমবার বিবৃতি দিয়ে হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে যে দেশ ভেনেজুয়েলা থেকে তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস কিনবে তাদের উপর

অতিরিক্ত শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। আগামী ২ এপ্রিল থেকে চালু হবে এই নিয়ম। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যারাই বাণিজ্য করবে, তারা আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করতে এলে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ভেনেজুয়েলার থেকে সবচেয়ে বেশি খনিজ তেল কেনে ভারত ও চিন। ফলে এই সিদ্ধান্ত আসলে ঘুরিয়ে ভারতের উপর ট্রাম্পের খাঁ।র ঘা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসেই শুল্ক যুদ্ধ শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর রোষানল থেকে রেহাই পায়নি, প্রতিবেশী মেক্সিকো, কানাডা, চিন এমনকী ভারতও। এরইমাঝে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, আমেরিকার শান্তিভঙ্গ করতে একদল ভেনেজুয়েলা ইচ্ছাকৃতভাবে একদল দুষ্কৃতী পাঠিয়েছে আমেরিকাতে। এই অভিযোগ নিয়ে ডামাডোলের মাঝেই সোমবার এই দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকারী দেশগুলির উপর দ্বিতীয় শ্রেণির শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ট্রাম্প। ভেনেজুয়েলার উপর আগে থেকেই রয়েছে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা। সেই নিষেধাজ্ঞাকেই এবার অস্ত্র করে তা ভারত ও চিনের মতো দেশগুলির উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশে খনিজ তেলের চাহিদা মেটাতে বিরাট অঙ্কে তেল আমদানি করতে হয় ভারত সরকারকে। যদিও এক্ষেত্রে কোনও একটি দেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে চায় না ভারত। চাহিদা মেটাতে খনিজ তেলের একটা ব। অংশ ভারত ভেনেজুয়েলা থেকে কেনে। গত বছর ভেনেজুয়েলা থেকে রপ্তানি হওয়া তেলের প্রায় অর্ধেক এসেছিল ভারতে। গত বছর এখান থেকে প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করেছে ভারত। অর্থা মোট খনিজ তেল আমদানির ১.৫ শতাংশ। ফলে একটি দেশের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে বিকল্প দেশগুলি থেকে কেনায় ভারতের কাছে ভেনেজুয়েলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সঙ্গী। সেখানেই এবার কোপ বসাতে চাইছে আমেরিকা। তেল কিনলেই এবার ভারতের উপর চাপবে আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণির শুল্ক। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের নির্দেশিকার পর দ্বিতীয় শ্রেণির শুল্ক অনুযায়ী, ভারত যদি ভেনেজুয়েলার থেকে তেল কেনে তাহলে আমেরিকার সঙ্গে কোনও রকম বাণিজ্য করতে গেলে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ বা।তি শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। নিয়ম অনুযায়ী মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর ভেনেজুয়েলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেলে হোয়াইট হাউসের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ২০২৩ সালে ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল হলে এই দেশ থেকে তেল কেনার অনুমোদন পায় ভারতের রিলায়েন্স গোষ্ঠী। ট্রাম্পের শাসনে এবার ভারত-ভেনেজুয়েলার বাণিজ্যে ব।স। প্রভাব পড়তে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অগ্রণী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত উত্তর প্রদেশ ঃ যোগী আদিত্যনাথ

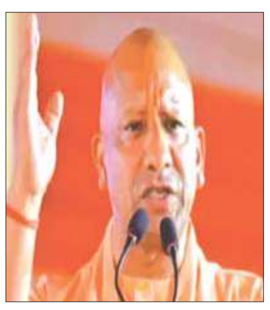

গোরক্ষপুর, ২৫ মার্চ ঃ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অগ্রণী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে উত্তর প্রদেশ। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, রাজ্য এবং প্রশাসন একই কেবল সরকার বদলেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রদেশ, যাকে উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হত, এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এক নম্বর অগ্রণী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। উত্তর প্রদেশ সরকারের (যোগী আদিত্যনাথ সরকার) ৮ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার গোরক্ষপুরে কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশ সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মোটরচালিত ট্রাইসাইকেল বিতরণ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এই যাত্রা সহজ ছিল না। ২০১৭ সালের আগে পরিস্থিতি কঠিন ছিল, প্রতিদিন দাঙ্গা হত। পূর্ববর্তী সরকারের প্রতিটি জেলায় মাফিয়া ছিল, যারা জনগণের কাছ থেকে তোলাবাজি করত, জমি দখল করত, অবৈধ খনন করত এবং পশু পাচার করত তাদের গুন্ডারা ব্যবসায়ী. এবং মেয়েদের জন্য বিপদ ছিল। আমরা কেবল মাফিয়াদের শেষ করিনি, বরং ’এক জেলা এক মেডিকেল কলেজ’ও প্রতিষ্ঠা করেছি।

শিবকুমারের মন্তব্যের জন্য দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত কংগ্রেসের ঃ প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ঃ কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের সংবিধান পরিবর্তন করে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণের কথা বলেছেন, শিবকুমারের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি বলেছেন, শিবকুমারের মন্তব্যের জন্য দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত কংগ্রেসের। সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বিজেপি নেতা এবং কেঃদ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, কংগ্রেস বারবার সংবিধান এবং ডঃ বি.আর. আম্বেদকরকে অপমান করেছে। যোশী বলেছেন, কংগ্রেস এবং ডি কে শিবকুমারের ক্ষমা চাওয়া উচিত। তারা নিজেদের গোপন এজেন্ডা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। কংগ্রেস সর্বদা বি আর আম্বেদকরকে অপমান করেছে এবং বহুবার সংবিধান সংশোধন করেছে... ডি কে শিবকুমারের বক্তব্যের জন্য কংগ্রেসের দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

মনরেগা ইস্যুতে কেরলের সাংসদদের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ঃ মনরেগা ইস্যুতে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কেরলের বিরোধী সাংসদরা। কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ কেরলের বিরোধী সাংসদরা এদিন সংসদ চত্বরে মনরেগা ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও অল্প সময়ের জন্য বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল বলেছেন, মনরেগা আইনের বিধান অনুসারে, যদি কাজের মজুরি ১৫ দিনের বেশি বিলম্বিত হয, তাহলে তাদের সুদের বিধান থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, কেরলের সমস্ত অঞ্চলে মনরেগা কর্মীরা তাদের বেতন পান না। এ বিষয়ে কেঃদ্রীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। কেঃদ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটি শেষ করার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, মনরেগা তহবিল ইস্যুতে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা।

ধেমাজিতে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় হত এক যুবক

ধেমাজি (অসম), ২৫ মার্চ ঃ ধেমাজির ঘুগুহা দলে কাছে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনা জনৈক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবককে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী কুঁওরিবিল গরামের প্রাঞ্জলপ্রতীম গগৈ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অসম মালা প্রকল্পের অধীনে বদ্রী রায় কনস্ট্রাকশন কর্তৃক নির্মীয়মাণ রাস্তায় বাইক সহ পড়ে প্রাঞ্জলের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থল ধেমাজির ট্রাফিক পুলিশের এক দল গিয়ে মৃতদেহটির প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করে তা উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

সংরক্ষণ ইস্যুতে বিক্ষোভ আরজেডি-র, বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট

পাটনা, ২৫ মার্চ ঃ ওবিসিদের সংরক্ষণ ইস্যুতে মঙ্গলবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন আরজেডি বিধায়করা। মঙ্গলবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবী এবং অন্যান্য আরজেডি বিধায়করা, বিহারে ওবিসিদের জন্য ৬৫ সংরক্ষণের দাবিতে বিহার বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই ইস্যুতে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করার পর বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। রাবড়ি দেবী বলেন, আমরা সংরক্ষণ ইস্যুতে প্রতিবাদ করছি এবং নবম তফসিলে ৬৫ সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

জম্মু ও কাশ্মীরে অবৈধ দখলদারি ছাড়তে হবে! রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে তোপ ভারতের

২৫ মার্চ ঃ জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে ফের রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে পাকিস্তানকে একহাত নিল ভারত। অবৈধ ভাবে উপত্যকার বেশ কিছু এলাকা কব্জা করে রেখেছে ইসলামাবাদ, অবিলম্বে যা ছাড়তে হবে বলে জানিয়ে দিল দিল্লি। এইসঙ্গে আরও একবার জানিয়ে দেওয়া হল, জম্মু এবং কাশ্মীর সব সময় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সোমবার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ দেন ভারতীয় দূত পি হরিশ। তিনি ভূস্বর্গ নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের ক্রমাগত মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেন। জানান, রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনাসভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা জম্মু এবং কাশ্মীর নিয়ে বার বার অযৌক্তিক কথা বলে চলেছেন। হরিশ বলেন, অবৈধ দাবিকে বার বার তোলা হলে তা বৈধতা পেয়ে যায় না। সরাসরি পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের অভিযোগও আনেন তিনি। শান্তিরক্ষা বাহিনীর ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে। সেই মঞ্চেই কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন পাকিস্তানের কূটনীতিক সৈয়দ তারিক ফতেমি। এরপরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীরের একটি অংশ অবৈধ ভাবে দখলে রাখার অভিযোগ আনে ভারত। পাশাপাশি কাশ্মীরে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়।

ই.রেলওয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তির ফর্ম বিতরণ

গোরক্ষপুর ২৫ মার্চ ঃ এন. গোরক্ষপুরের কাউয়াবাগের ই. রেলওয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে ২০২৫-২৬ সালের নতুন সেশনের জন্য ৫ম থেকে ৯ম এবং ১১ম শ্রেণীতে ভর্তির ফর্ম বিতরণ ২৭ মার্চ, ২০২৫ থেকে করা হবে। এই ভর্তি ফর্মগুলি স্কুল অফিস থেকে যেকোনো কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা ভর্তি ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, ২০২৫। প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ নির্ধারণ করা হয়েছে। সিবিএসই বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত এই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলটি যোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করে এবং স্কুলটিতে স্মার্ট ক্লাস, আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং গ্রন্থাগারের সুবিধা রয়েছে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের খেলার জন্য একটি খেলার মাঠ এবং একটি আধুনিক বাস্কেটবল কোর্ট রয়েছে। এই স্কুলে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

Name Change

I, KM RINKI GUPTA (Old Name) W/O RAGHUBAR KUMAR GUPTA Residing at 22, Orphan Gunj Road, P.O.-Khidderpore, P.S.-Watgunge, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RINKI GUPTA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2025. KM RINKI GUPTA (Old Name) and RINKI GUPTA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, FIROZA ALI (Old Name) W/O HAIDER ALI Residing at 3 Ahiripukur 2nd Lane, P.O.-Ballygunge, P.S.-Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as FIROJA ALI (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2025. FIROZA ALI (Old Name) and FIROJA ALI (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ajay Paul (পুরাতন নাম) পিতা Kalipada Pal ঠিকানা Roypur Ghoshpara, Khamarkalla, Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-03-2025 এর Affidavit no 72/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ajoy Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ajoy Pal (নতুন নাম) ও Ajay Paul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, TUTIKA HARI (Old Name) S/O TUTIKA RAJU Residing at 5/C Bangalaxmi Cotton Mills Road, Mahesh, Serampore, District - Hooghly, Pin - 712202, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TUTIKA HARISH CHANDRA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2025. TUTIKA HARI (Old Name) and TUTIKA HARISH CHANDRA (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Subrata Chowdhari (পুরাতন নাম) পিতা Kumaresh Chowdhury ঠিকানা Purba Chunari, Chunari, P.o - Bathangachi, District - Nadia, Pin - 741507 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-03-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Subrata Chowdhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Subrata Chowdhury (নতুন নাম) ও Subrata Chowdhari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Kumaresh Chowdhari (পুরাতন নাম) পিতা Gour Pada Chowdhury ঠিকানা Purba Chunari, Bathangachhi, Bathangachi, District - Nadia, Pin - 741507 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-03-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kumaresh Chowdhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kumaresh Chowdhury (নতুন নাম) ও Kumaresh Chowdhari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Susanta Biswas পিতা Late Nakul Chandra Biswas ঠিকানা Vill - Uttar Mondabghata, P.o - Kumarkhola, P.s - Bagdah, District - 24 Pgs (N), Pin- 743270, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-03-2025 এর Affidavit no 73/2025 দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Nakul Biswas, Nakul Ch Biswas এখন থেকে Nakul Chandra Biswas নামে পরিচিত হলেন । আমার মৃত পিতা Nakul Biswas, Nakul Ch Biswas ও Nakul Chandra Biswas একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Asim Kumar Das S/o-Late Madan Das resident at Turapara Road, Pirtala, Ward No. 03 of Nabadwip Municipality,, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist.Nadia, Pin-741302 in West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Asim Kumar Das to Asim Das and henceforth I shall be known as Asim Das in all purpose, vide affidavit No. 1146 sworn before the Ld. Judicial bu Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 19.03.2025. Asim Das and Asim kumar Das all are same and one identical person.

Name Change

I, KISHOR KUMAR SINGHVI(OLD NAME),SON OF PUSHAP CHAND SINGHVI,RESIDING AT DIAMOND CITY NORTH,BLOCK - 13,FLAT - 1A,68 JESSORE ROAD, KOLKATA - 700055,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KISHOR SINGHVI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/03/2025.THAT KISHOR KUMAR SINGHVI AND KISHOR SINGHVI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SUBHASISH BANERJEE(AS PER DL NO WB20 20210014827),SON OF SAMAR BHATTACHARJEE, RESIDING AT 15 NO NIBEDITA SARANI, SANTOSHPUR,KOLKATA - 700075, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASISH BHATTACHARJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 24/03/2025.THAT SUBHASISH BANERJEE AND SUBHASISH BHATTACHARJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shibendu Sarkar (Old Name) son of Late Arabinda Sarkar, residing at GHORADHARA, JHARGRAM, WEST MIDNAPORE, PIN- 721507, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sibendu Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/03/2025. Sibendu Sarkar (New Name) and Shibendu Sarkar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Jina Sen (Old Name) daughter of Prajit Kumar Sengupta, residing at KARUNA APPARTMENT,229 SHUKDEB SINGH ROAD, URDIBAZAR, CHANDANNAGAR, PIN-712136, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jina Sengupta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/03/2025. Jina Sengupta (New Name) and Jina Sen (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ANKIT KESHRI(OLD NAME) S/O SANJAY KESHRI,RESIDING AT SALANPUR,DENDUA,BARDDHAMAN,DIST-PURBA BURDWAN,PIN-713357,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANKIT KUMAR KESHRI(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/03/2025.ANKIT KESHRI(OLD NAME) AND ANKIT KUMAR KESHRI (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SWAPAN DEY(OLD NAME) S/O LATE DHIRENDRA LAL DEY, RESIDING AT VIVEKANANDA NAGAR, BADU ROAD,PO & PS- MADHYAMGRAM, DIST -24 PARGANAS NORTH, PIN-700129, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KANTI DEY(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO.3031 ON 19/03/2025.SWAPAN DEY(OLD NAME) AND SWAPAN KANTI DEY (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AMAL NAHA,SON OF DEBENDRA CHANDRA NAHA, RESIDING AT NASRA COLONY, NASRA, RANA GHAT, NADIA - 741202,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAL KANTI NAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/03/2025.THAT AMAL NAHA AND AMAL KANTI NAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Rabin Bera (Old Name) son of Trilochan Bera, residing at BALABHADRAPUR,PO:BRAJALALCHAK,PS-CHANDIPUR,EAST MEDINIPUR-721659, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rabindra Nath Bera (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 25/03/2025. Rabindra Nath Bera (New Name) and Rabin Bera (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ananda Raha (Old Name) son of Lait Raha, residing at NEBADHAI,PURBACHAL,DUTTAPUKUR,NORTH 24 PARGANAS,743248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ananda Kumar Raha (New Name) as declared before the Ld 1st class judicial magistrate at Kolkata, dated 25/03/2025. Ananda Kumar Raha (New Name) and Ananda Raha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shribani Pramanik (Old Name) wife of Shashadhar Pramanik, residing at Rathtala Ganeshpur, Kakdwip, South 24 Parganas, Pin- 743347, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shibani Pramanik (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/03/2025. Shibani Pramanik (New Name) and Shribani Pramanik (Old Name) both are same and identical person.

অ্যাম্বুল্যান্স থেকে অস্কারজয়ী প্যালেস্তিনীয় পরিচালককে গ্রেপ্তার ইজরায়েলি সেনার, রাত পোহালেও নেই খোঁজ

২৫ মার্চ ঃ অস্কারজয়ী প্যালেস্তিনীয় পরিচালককে বেধ।ক মারধর করে আটকে রাখল ইজরায়েলি সেনা! জানা গিয়েছে, রক্তাক্ত অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে শুয়ে থাকাকালীন গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিখ্যাত পরিচালককে। তারপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। গোটা ঘটনাটি নিয়ে সেভাবে মুখ খুলতে চায়নি ইজরায়েলি সেনা। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই অস্কার জিতেছেন হামদান বাল্লাল নামে ওই প্যালেস্তিনীয় চিত্রপরিচালক। জানা গিয়েছে, সোমবার প্যালেস্টাইনের মাসাফের ইয়াট্টা এলাকার সুসিয়া গ্রামে ঢুকে প।ে বেশ কয়েকজন ইজরায়েলি। গ্রামে ঢুকে ভাঙচুর চালায় তারা। স্থানীয়দের মারধরও করেন। বেধড়ক মার খেয়ে হামদানের মাথা এবং পেট থেকে রক্ত ঝরতে

থাকে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেসময়েই ইজরায়েলি সেনা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তারপর অস্কারজয়ী পরিচালককে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত কোথায় কেমন অবস্থায় রয়েছেন হামদান, সেই নিয়ে কিছুই জানা যায়নি। অস্কারজয়ী তথ্যচিত্র ‘ আদার ল্যান্ড’-এ হামদানের সহকারী বাসেল আদ্রা জানিয়েছেন, রমজানের উপবাস ভাঙার পরেই অন্তত ২৫ জন অস্ত্রধারী ইজরায়েলি গ্রামে ঢুকে আক্রমণ করে। পরে ঘটনাস্থলে আসে ইজরায়েলি সেনা। তারা বন্দুক উঁচিয়ে ছিল আর অন্যরা পাথর ছুড়ছিল গ্রামবাসীদের দিকে। সেই সময়েই গুরতর আহত অবস্থায় হামদানের চোখ বেঁধে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইজরায়েলি সেনা। বাসেলের কথায়, এখনও হামদানের বাড়ির সামনে তাঁর রক্তের চিহ্ন পড়ে রয়েছে। ইজরায়েলি সেনার দাবি, ওই গ্রামের বাসিঃদারা পাথর ছুঁ।ছিল বাহিনীর দিকে। তারপর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু হামদানকে নিয়ে আর কিছু বলা হয়নি ইজরায়েলি বাহিনীর তরফে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই অস্কারে সেরা তথ্যচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে ‘ আদার ল্যান্ড’। ১৯৬৭ সাল থেকে ইজরায়েলি ফৌজের দখলে থাকা মাসাফের ইয়াট্টার আমজনতার দুর্বিষহ জীবনের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে ওই তথ্যচিত্রে। মুক্তি পাওয়ার পর থেকে নানা জায়গায় প্রশংসিত হয়েছে ছবিটি। কিন্তু এই ছবি বানানোর ‘ হামদানের উপর নির্মম অত্যাচার হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁর সহকর্মীরা।

প্রেমিকের সঙ্গে চলে গেছে স্ত্রী, জীবিত বধূর শ্রাদ্ধ করলেন স্বামী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ মার্চ ঃ এ কি কান্ড ! জীবিত স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করলেন স্বামী ! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব। কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন স্বামী ? জানলে চমকে উঠবেন আপনিও। এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পরানপিরা গ্রামের মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিঃসন্তান বধূ দ্রৌপদী রায় (৩৫) দীর্ঘ উনিশ বছরের সংসার জীবনের মায়া ছিন্ন করে গত ১৮ মার্চ প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নতুন সংসার জীবন শুরু করেছে। স্বামী অচিন্ত্য রায় গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীকে চিরতরে ভুলে যেতে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেন তিনি। অচিন্ত্য পেশায় রাজ মিস্ত্রি। নিঃসন্তান দম্পতি। দীর্ঘ উনিশ বছর আগে পার্শ্ববর্তী বরুই গ্রামে দ্রৌপদীর সঙ্গে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় অচিন্ত্যর। সাতপাকে বাঁধা পড়ার সময় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে একসঙ্গে জীবন কাটানোর শপথ নিয়েছিলেন তারা। একসঙ্গে উনিশটা বছর কাটানোর পর অন্য প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যান স্ত্রী। ফেসবুকে প্রেমিকের সঙ্গে রিলস বানিয়ে স্বামীকে দেখানো চেষ্টা করেন। এমনকি স্বামীর হোয়াটসঅ্যাপে রিলস শেয়ার করেন। এতে স্বামীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়েছে। তাই স্ত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করে তার আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলেন। স্বামী ও পরিবারের সদস্যারা মঙ্গলবার হিন্দু রীতি অনুযায়ী শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন, গ্রামবাসীদের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগামী দিনে যাতে গ্রামে এই ধরনের আর কোনও ঘটনা না ঘটে তাই এই কাজ।

পরিবারের এক সদস্য আশালতা রায় জানিয়েছেন, আমাদের বাড়ির বধূ অন্য এক প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। তাই আমরা তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। গ্রামে যাতে আর এই ধরনের কোনও ঘটনা না ঘটে তারই বার্তা দিয়েছি। স্বামী অচিন্ত্য বলেন, পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না। তবে সন্তান না হওয়ার একটা দুঃখ ছিল। রাজমিস্ত্রি করে যা ইনকাম করতাম সমস্তটাই স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে জমা রাখতাম। স্ত্রী গভীর রাত থেকে ফোনে কথা বলত। আমি অনেক শাসন করেছিলাম। শ্বশুরবাড়িতেও জানিয়েছিলাম। এদিন আমি কাজ করতে বাইরে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি স্ত্রী বাড়িতে নেই। সমস্ত নতুন কাপড়চোপড়, বিভিন্ন অলঙ্কার ও বন্ধন ব্যাঙ্কের চল্লিশ হাজার টাকা সহ আমার জীবনের সমস্ত ইনকাম নিয়ে পালিয়ে গেছে। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করি। এরপর প্রেমিকের সঙ্গে ফেইসবুকে রিলস তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে আমাকে জানানোর চেষ্টা করেন।

অগ্রদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলায় পূজো দিলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ২৫ মার্চ ঃ অগ্রদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলায় এসে পুজো দেওয়ার পর মেলা থেকে একটি ধারালো দা কিনে ফিরলেন বিজেপি নেতা। দা হাতেই মেলায় কিছুক্ষণ ঘুরতে দেখা গেল। সাংবাদিকরা যখন তাঁর কাছে দা কেনার কারণ জানতে চাইলেন, তখন দিলীপ ঘোষ বেশি কিছু বলতে চাইলেন না। শুধু বলেন, দা-এর অনেক কাজ আছে। এক দা-এ অনেক কাজ হয়ে যাবে। মঙ্গলবার মেলার প্রথমদিনে অগ্রদ্বীপে আসেন দিলীপ। তিনি দুপুর নাগাদ অগ্রদ্বীপে এসে প্রথম ওঠেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গোপীনাথ মন্দিরে এসে পুজো দেন। মেলায় দলীয় শিবিরে কিছুক্ষণ বসে কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। তারপর ফের কৃষ্ণ ঘোষের বাড়ির দিকে ফিরে যান। যাওয়ার সময় মেলার একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ওই দোকানে লোহার বঁটি, হাতা, খুন্তি, সাঁড়াশি, দা, কুড়ুল ইত্যাদি গৃহস্থালি জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ধারালো দা এর দিকে নজর যায় দিলীপ ঘোষের। বাছাই করে একটি দা পছন্দ করেন। পছন্দের দা টি কেনেন ১৫০ টাকা দিয়ে। উল্লেখ্য, আসছে রামনবমী। রামনবমীর মিছিলে ওই দা হাতেই কি দিলীপ ঘোষকে দেখা যাবে? এই প্রশ্নই অনেকেই মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর দা কেনা দেখে। তবে দিলীপ ঘোষ এই নিয়ে কিছু ব্যাখ্যা করেননি। তিনি শুধু বলেন, এক দা-এ সব কাজ হয়ে যাবে। ভাগীরথীর তীরে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ। জনশ্রুতি মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রার সময় আরও কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে তীরে মহাপ্রভু বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তারপর সকলেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও মহাপ্রভুর নির্দেশে অগ্রদ্বীপে থেকে যান গোবিন্দ ঘোষ। জনশ্রুতি স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি গোপীনাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংসারী হয়েও অকালে তাঁর স্ত্রী ও শিশুসন্তান মারা যায়। তারপর থেকে আরাধ্য গোপীনাথকেই সন্তান রূপে দেখতেন গোবিন্দ ঘোষ জনশ্রুতি আছে জীবদ্দশাতেই ভক্ত গোবিন্দকে স্বয়ং ভগবান কথা দিয়েছিলেন তার মৃত্যুর পর গোপীনাথই যাবতীয় পারলৌকিক কাজ করবেন। সেই থেকে প্রতিবছর চৈত্র একাদশী তিথিতে গোবিন্দ ঘোষের প্রয়াণ দিবসে গোপীনাথকে কাঁচা পড়ানো হয়। তারপর গোবিন্দ ঘোষের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে এসে পিণ্ডদান-সহ যাবতীয় পারলৌকিক কাজকর্ম করানো হয়। গোপীনাথ মন্দিরের পাশেই গোবিন্দ ঘোষের সমাধিস্থল। গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঘিরেই প্রতিবছর মেলা বসে অগ্রদ্বীপে। এই মেলা চলে তিন-চারদিন ধরে। লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়।

আইসিডিএস-এর জমি দখল করে বাড়ি বানিয়ে ফেলার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ মার্চ ঃ আইসিডিএস-এর জমি দখল করে বাড়ি বানিয়ে ফেলার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। আর তাতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সমস্ত কাজ, শিশুদের পঠন পাঠন থেকে শুরু করে প্রসূতিদের জন্য রান্না-খাওয়া, সবই চলছে গ্রামবাসীদের কারোর না কারোর বারান্দায়, কিংবা গাছ তলায়। অথচ আইসিডিএস-এর কেন্দ্র খোলাই হয় না। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চলার পর মঙ্গলবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা গাজোল ব্লকের দেওতলা অঞ্চলের ধাওয়েল গ্রামে। কাটাগড়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাদিরউদ্দিন শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৫০০ পরিবারের জন্য রয়েছে দুটি আইসিডিএস কেন্দ্র কিন্তু নিজস্ব কোনও ঘর নেই, রাস্তার ধারে রান্না রাস্তাতেই চলে খাওয়া- দাওয়া। কেন্দ্রের ঘরের দাবিতে প্রশাসনের কাছে বহুবার দারস্থ হয়েছেন আবেদনও করা হয়েছে। কোনও সমাধান হয়নি। অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রের কর্মীরা। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। বিডিও -কে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আইসিডিএস এর আধিকারিকও জানিয়েছেন দখল মুক্ত করে কেন্দ্র করা হবে। ঘটনার প্রতিবাদ সরব বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন রাস্তায় বসে শিশুদের সঙ্গে পাত পেড়ে খান। নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানিয়ে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আইসিডিএস-এর জন্যে বরাদ্দ খাস জমি জবরদখল করে রয়েছেন তৃণমূল নেতা বাদিরউদ্দিন শেখ। গাজোল ব্লকের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাওয়েল গ্রামে রয়েছে ৫১২ এবং ৫১৪ নম্বর দুটি আইসিডিএস কেন্দ্র। দুটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মী কুমকুম দাস অধিকারী বলেন, দুটি কেন্দ্রের

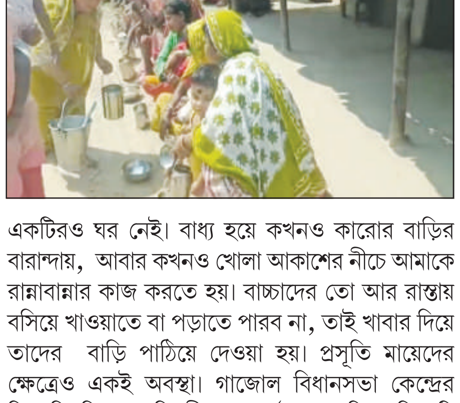

একটিরও ঘর নেই। বাধ্য হয়ে কখনও কারোর বাড়ির বারান্দায়, আবার কখনও খোলা আকাশের নীচে আমাকে রান্নাবান্নার কাজ করতে হয়। বাচ্চাদের তো আর রাস্তায় বসিয়ে খাওয়াতে বা পড়াতে পারব না, তাই খাবার দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময়ী দেব বর্মন সরজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে যান। অন্যদিকে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন, বিষয়টি আমরা জানি, তবে যে অভিযোগটি করা হচ্ছে সেটা সঠিক নয়। খাস জমিতে কেউ বাড়ি করেনি, তাও আমরা তদন্ত করে দেখব। আইসিডিএস কেন্দ্র এলাকায় দ্রুত হবে। বিজেপি বিধায়ক এলাকায় গিয়ে অপপ্রচার করেছেন। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক খোকন বৈদ্য বলেন, ওই গ্রামের দুটি আইসিডিএস কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত রয়েছে। নতুন আইসিডিএস কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হলে প্রথমে ওই দুটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সরকারি খাস জমিও জবরদখল মুক্ত করা হবে। যদিও অভিযুক্ত বাদিরুদ্দিন শেখের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জমি নিয়ে বিবাদ! হামলায় জখম ১০, রণক্ষেত্র শীতলকুচি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ মার্চ ঃ দুই বিঘা জমি নিয়ে বিবাদ দুই ভাইয়ের মধ্যে। সেই ঘটনা নিয়ে তীব্র বিবাদ দেখা গেল কোচবিহারের শীতলকুচিতে। বাঁশ, লাঠি দিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। আর তার জেরে জখম হলেন কমপক্ষে ১০ জন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারের শীতলকুচির নেওয়াপাড়া গ্রামে। সম্পর্কে দুই ভাই মুসলেমা মিঞা ও রিয়াজুল মিঞার ওই এলাকাতেই বাড়ি। পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু দুই বিঘা জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। রিয়াজুল মিঞার দাবি, জমিটি তাঁদের। এই বিষয়ে তাঁদের কোর্টের অর্ডার কপি রয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জবরদখল করে রয়েছেন মোসলেম মিঞারা। যদিও সেই কথা মানতে চায়নি অপরপক্ষ। এদিন সকালে মোসলেম মিঞা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ শুরু করতে যান। সেসময় রিয়াজুল মিঞার পরিবার বাধা দেয়। সে সময় জমি থেকে ট্রাক্টর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কিছু সময়ের মধ্যেই মোসলেম মিঞারা গরু নিয়ে সে জমিতে চাষের কাজ শুরু করতে যান বলে অভিযোগ। ফের অপরপক্ষ সেখানে গিয়ে বাধা দেয়। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ। মাঠের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় মারামারি। বাঁশ-লাঠি নিয়ে দু'পক্ষই হামলা চালায়। মাঠের মধ্যেই চলতে থাকে মারামারি। বাঁশ-লাঠির আঘাতে একাধিক ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এদিনের ঘটনায় দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পড়ুয়াদের নতুন নতুন পাঠ দিতে অভিনব উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ ঃ জীবন শৈলীতে পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে স্কুল পড়ুয়াদের অবগত করতে বক্সার জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা জয়ন্তীতে শুরু হল প্রকৃতি পাঠ শিবির। যেখানে পড়ুয়াদের চেনানো হচ্ছে বিভিন্ন পাখি ও গাছকে। এছাড়া এই শুষ্ক মরশুমে বন্যপ্রাণীদের জন্য তৈরি কৃত্রিম জলাশয় বন আধিকারিকদের তত্ত্বে পরিদর্শন করানো হয় এবং তার বিশেষত্বও তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, কীভাবে জল ও পরিবেশকে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়েও অবগত করানো হয় পড়ুয়াদের। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পরিবেশ দফতরের সহযোগিতায় ও আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়েছে এই শিবির।

দেরি করে ট্রেন চলায় রেল অবরোধ বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ মার্চ ঃ মঙ্গলবার যাত্রীদের একাংশের অবরোধের জেরে উত্তেজনা বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশনে। রেল অবরোধকারীদের অভিযোগ, নির্দিষ্ট যাত্রিবাহী ট্রেন প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশ অনেকটা দেরিতে পৌঁছায়। এও অভিযোগ, মালগাড়ি যাতায়াতের সুযোগ করে দেওয়া হলেও যাত্রিবাহী ট্রেন চলাচলের সুযোগ নেই। প্রতিদিন গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হয় যাত্রীদের। সেই অসন্তোষ থেকেই এদিন রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীদের একাংশ। ফলে ব্যাহত হয় রেল পরিষেবা।

দেউচা পাচামী প্রকল্পে ১৬০০ জনকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২৫ মার্চ ঃ বীরভূমের দেউচা পাচামী কয়লা প্রকল্পে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত এক হাজার ৬০০ জন স্থানীয় মানুষকে চাকরি ও ক্ষতিপূরন দিয়েছে বলে রাজ্য পাওয়ার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে। ৭ হাজার আবেদনকারীর মধ্যে এক হাজার ১০০ জনকে স্থানীয় পুলিশে হোমগার্ড পদে ও ৫০০ জনকে রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাকি আবেদনগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য বারো দশমিক তিন বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকের ৩২৬ একর জমির উপরে থাকা এই কোল ব্লকে প্রথম পর্যায়ে চাঁদা মৌজার ১২ একর জমিতে গত মাস থেকে ব্যাসল্ট তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

তাজা বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ২৫ মার্চ ঃ সাত সকালে তাজা বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য দিনহাটার কিসামত দশগ্রাম এর ফকরের হাট এলাকায়। জানা যায় মঙ্গলবার সাতসকালে ওই এলাকার একটি বাড়ির খড়ের গাদার পাশে একটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। খবর দেওয়া হয়

পুলিশকে, পরবর্তীতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে তাজা বোমাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল কুমার বর্মন বলেন আজ মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ তার বৌদি বাড়ির বাইরে ঝাড় দিচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করে তার চোখে পড়ে একটি গোল জিনিস। এরপর তিনি পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয়দের ডাকলে তারা বুঝতে পারেন যে একটি তাজা বোমা। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম জুড়ে। প্রচুর মানুষ ছুটে আসেন সেটিকে দেখার জন্য। অন্যদিকে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে ওই তাজা বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিভাবে কোথা থেকে এই তাজা বোমাটি ওখানে আসলো তা বুঝতে পারছেন না এলাকার মানুষ। তাজা বোমা উদ্ধার হলেও ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য এলাকায়।

ঘণ্টাধ্বনিতে ঐতিহ্য স্মরণ, আজও পালিত হয় মদনমোহন মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ মার্চ ঃ জেলা কোচবিহারের দীর্ঘ সময়ের প্রাচীন মন্দির মদনমোহন বাড়ি মন্দির। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের হাতে স্থাপন হয় এই মন্দির। তখন থেকে কোচ রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহনদেব প্রতিষ্ঠিত হন এই মন্দিরে। মন্দিরের সেই সূচনা সময় থেকেই এই মন্দিরে একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে। এই বিশেষ নিয়মটি সেই প্রাচীন সময় থেকে আজও মানা হচ্ছে একেবারে নিষ্ঠার সঙ্গে। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের বাঁদিকে রয়েছে একটি পিতলের বড় ঘণ্টা। ঘড়ি ধরে সময় মেনে প্রতি ঘণ্টায় এই ঘণ্টা বাজানোর রীতি রয়েছে। কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সেক্রেটারি কৃষ্ণগোপাল ধারা জানান, রাজ আমলের একাধিক নিয়ম নীতি আজও একই রকম ভাবে মেনে আসা হচ্ছে মন্দিরে। এই নিয়মটিও সেই নিয়ম গুলির মধ্যেই রয়েছে। এখনোও সময় ধরে এই কাজটি করা হচ্ছে। এরজন্য আলাদা একজন কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। আগামীতেও এই কাজ চলবে। জেলার এক ইতিহাস অনুসন্ধানী সুবীর সরকার জানান, জেলার রাজ আমলের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির বর্তমানে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে রয়েছে। তবে সবনিয়ম রাজ আমল থেকে এখনোও মেনে আসা হচ্ছে একইরকম ভাবে।

ছেলেকে নিতে এসে এ দেশকেই গালিগালাজ! বাংলাদেশিকে এলাকা ছাড়া করলেন ভারতীয়রা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ মার্চ ঃ ভারতের নামে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ। বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হল এক ব্যক্তিকে। জানা গেছে, মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশী এক নাগরিক ভারতে আসেন। তাঁর ছেলে ভারতে পড়াশোনা করেন। ছেলের পরীক্ষা শেষ। সেই কারণে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এ দেশে এসে এখানকার সম্বন্ধেই কুরুচিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। ছেলের পড়াশোনার জন্য যখন ভরসা সেই ভারত তখন কীভাবে কুমন্তব্য করতে পারেন তিনি? উঠছে প্রশ্ন। জানা গেছে, ভারতের নামে গালাগালি করছিলেন মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই ব্যক্তি। তখনই ওই বাংলাদেশিকে কোনও গাড়ির ড্রাইভার, টোটো কেউ তোলেননি। এরপর সেই ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করে। তারপর এলাকাবাসী তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। তারপর তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে এনে এফআরও ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, স্থানীয় যুবকরা সেই ব্যক্তিকে ভুল স্বীকার করতে বলেন। তারপর আর পালানোর পথ না দেখে ওই ব্যক্তি ভুল স্বীকার করে নেন। এরপরই বাংলাদেশে চলে যান। স্থানীয় ভারতীয় বাসিন্দা বলেন, লোকটা গাড়ি ঠিক করার জন্য এসেছিল। শিলিগুড়ি যাবে বলে এসেছে। কিন্তু গাড়ি পাচ্ছিল না। তারপর যে গাড়ি পেয়েছে তার চালকের সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দেয়। তখন আমাদের দেশকে গালিগালাজ করে। সেই সময়ই আমরা ওকে ধরলাম।

শিশুকন্যার যৌন নির্যাতন, ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৫ মার্চ ঃ বছর চারেকের এক আদিবাসী শিশুকন্যার সঙ্গে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল স্বজাতি যুবকের বিরুদ্ধে। শিশুকন্যার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক অতিরিক্ত মুখ্য দায়রা বিচারক প্রবল ঘোষ ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য শিশুকন্যাকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, বীরভূমের মল্লারপুর থানার ম্যানেজার পাড়ায়। আদিবাসী অধ্যুষিত ওই পাড়ার যুবক সনু মুর্মুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। শিশুকন্যার মায়ের অভিযোগ, ওই যুবক সোমবার বেলার দিকে মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে যৌন নির্যাতনের পর সন্ধ্যার দিকে ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, মেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে বাড়িতে এসে সব কথা বলে। মেয়ে বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপরেই আমরা মল্লারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করি। রাতেই পুলিশ সনুকে ধরে নিয়ে যায়। আমরা ওই যুবকের শাস্তি চাই। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে ধৃত যুবক সনু।

বিপ্লব মিত্রের উদ্যোগে বুনিয়াদপুরে নির্মাণ হয়েছে রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্স

দুরন্ত বার্তা, বুনিয়াদপুর, ২৫ মার্চ ঃ দুটি কমিউনিটি হল রয়েছে। এই রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের উদ্যোগে বুনিয়াদপুরে নির্মাণ হয়েছে রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্স। সোমবার থেকে সেই মার্কেটে চালু করা হয় নিত্যদিনের সবজি বাজার। তবে বাজারে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য মাছ ব্যবসায়ী কিংবা মাংসের ব্যবসায়ীদের জন্যে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের নির্দেশে বুনিয়াদপুর পৌরসভার প্রশাসক কমল সরকারের উদ্যোগে বুনিয়াদপুর রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্সের সংলগ্ন জায়গায় পুনঃনির্মাণ হতে চলেছে মাছের বাজার। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আরএমসি যারা নির্মিত বুনিয়াদপুর রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্স অর্থাৎ খুচরো বাজারের পথচলা শুরু হয়। পৌরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন নাগরিক মহল। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য কৃষিজ বিপণন বিভাগের উদ্যোগে প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হল রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্স। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নবনির্মিত রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্সে দৈনিক বাজারের স্থানান্তরিকরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এই মার্কেট কমপ্লেক্সের চাতালগুলোতে আগামীদিনে যেকে দৈনিক খুচরো কৃষিজ পণ্য বিক্রেতা ও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা ব্যবসা করতে পারবেন। রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের প্রচেষ্টায় বুনিয়াদপুর পৌর এলাকায় আরএমসি কর্তৃক এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি নির্মাণ হয়। এই রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্সে মোট ৪৬ টি স্টল করা হয়েছেন। ছয়টি চাতাল এবং প্রকল্পে আনুমানিক ১৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

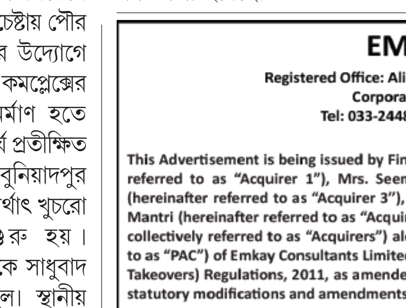

ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধর, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদের লালবাগে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক সাইকেল আরোহী বৃদ্ধের। মঙ্গলবার ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের লালবাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ থানার লালবাগের গুধিয়ায় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সকালে সাইকেল করে এক বৃদ্ধ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই তাঁকে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক্টর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধর। খবর পেয়ে পুলিশ এলে মৃতদেহ তুলতে বাধা দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, ওই এলাকায় প্রতিদিনই বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল করে। এদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে রেখে বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা।

খাঁচা বন্দি চিতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ ঃ ডুয়ার্সের কিলকোট চাবাগান থেকে উদ্ধার চিতাবাঘ। ছাগলের টোপে খাঁচা বন্দি হল চিতাবাঘ। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে চিতা বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। চা বাগানের তরফে বন দফতরের কাছে খাঁচা পাতার আবেদন করা হয়। তাতেই ধরা পড়ে চিতা।

নির্মাণ ও মেরামতির কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এসসিএন/ইএনজিজি/৩৪ অব ২০২৫, তারিখ: ২১-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/বদরপুর ঘাট অধিক্ষেত্রের অধীনে বদরপুরে ওয়ারলেসেস কলোনি, হসপিটাল কলোনি, গুপ্ত ফিল্ড কলোনি ও অন্যান্য লোকেশনে টেন্ডার নির্মাণ ও মেরামতি। টেন্ডার মূল্য: ৮৮,৩১,৮২৫/- টাকা; বায়নার অর্থ: ৯৬,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ১৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং, শিলচরে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CORRECTION

Tender Notice of Ramjibonpur Municipality published in said Newspaper on dated 13.03.2025 The NIT No.: 12 Dated: 12.03.2025.& NIT No.- 07(2ND Call) Dated.-12.03.2025.erroneously not stated in the heading of the said Notice Inviting e-Tender.

লামডিং মণ্ডলে পি-ওয়ে কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা: এসসিএন-ইএনজিজি-২১-২০২৫ তারিখ: ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিয়ন্ত্রণকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: এডিইএন/আগরতলার অধীনে টিএক্সিআরের কাজের (১৯.১ কিলোমিটার) সঙ্গে সম্পর্কিত পি-ওয়ে কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,২৮,৯২, ০৭৮.১৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,১৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারে টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGED TENDER NOTICE

Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat Farakka Murshidabad invites Tender NIT NO-7/ BEWA-I GP/2024-25 dated-19/03/2025 for 29 nos work under 15 th finance within Bewa-I GP. Last date of submission application is 26/03/2025 up to 04:00 PM. For details please office of the undersigned on or before 26/03/2025 upto 04:00 PM).

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka , Murshidabad

Balarampur Panchayat Samity

Vill.+PO.Rangadih, P.S.: Balarampur, Dist.-Purulia, Pin-723143

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia, the details in the table below:

Sl. No.	NIET	Fund	Last Date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-26/2024-25	5 th SFC	01/04/2025 up to 06.55 PM
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-27/2024-25	15 th SFC	
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-28/2024-25		

For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY

Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.- . WB/HWH/UNPUR/NIT-20/EO/24-2 5 , Dt-25/03/2025 for 03 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2025_ZPHD_825476_1 TO 2025_ZPHD_831111_3. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে তারক চট্টরাজ পিতা বরুণ চট্টরাজ সাকিন বোলপুর, পোষ্ট ও থানা বোলপুর, জেলা বীরভূম পিন- ৭৩১২০৪, উক্ত ব্যক্তিগণ নিম্ন তপশীল লিখিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া, আক্সিস ব্যাঙ্কের বোলপুর শাখায় হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার আবেদন করিয়াছেন। তপশীল লিখিত সম্পত্তি ২০২৪ সালে ডি.এস.আর. বীরভূম অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৫৪৭ নং দলিল মূলে উক্ত ব্যক্তির মালিকত্ব, এক্ষণে সম্পত্তিটি পিট দলিল নং ২২৭৫ যাহা ১৯৮৫ সালে এ.ডি.এস.আর. বোলপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, যাহা উক্ত ব্যক্তির হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে যাহার জন্য বোলপুর থানায় জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৩০৩/২০২৫ তারিখে এবং জি.ডি. যাহার নং ১০৮৭/ ২২ তারিখে করা হইয়াছে। তদবধি জনসাধারণকে অবগত করা হইতেছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে নিম্নে লিখিত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ৭ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে অন্যথায় ব্যাঙ্ক এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৭ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে উক্ত সম্পত্তি দায়মুক্ত বলিয়া গণ্য করবে।

তপশীল

মৌজা: বোলপুর, জেল নং ৯১, এল.আর. প্লট নং ৯০৭৩ পরিমান ০৪ শতক।

ব্যাঙ্ক অনুমোদিত কর্মকর্তা
আক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
বোলপুর শাখা
ফোন নং- ৮০০১৬০২২০১

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. — Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax: 2680-6091

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/NIT5/2e/25
Memo No-: 4001 /Eng/S.D Dated 22.03.2025

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_830509_01-61 Closing date of Bid submission is 28.04.2025 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman/ Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

EMKAY CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: Alipore Heights 5B, Judge Court Road, Kolkata-700027, West Bengal, India
Corporate Identification Number (CIN): L74140WB1990PLC050229
Tel: 033-24486060/7070, 033-40099799; Email: munnas.group@gmail.com;
Website: www.emkayconsultantslimited.in

This Advertisement is being issued by Finshore Management Services Limited on behalf of Mr. Rajesh Raghuvir Mantri, (hereinafter referred to as "Acquirer 1"), Mrs. Seema Pravin Joshi (hereinafter referred to as "Acquirer 2"), Mrs. Harshala Nitin Gaikwad (hereinafter referred to as "Acquirer 3"), Ms. Shruti Tejas Kulkarni, (hereinafter referred to as "Acquirer 4"), Ms. Aakanksha Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 5") and Mr. Dattaraj Rajesh Mantri (hereinafter referred to as "Acquirer 6") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") along with person acting in concert Mr. Ramchandra Mangesh Kulkarni (hereinafter referred to as "PAC") of Emkay Consultants Limited, pursuant to Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations") for time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time in respect of Open Offer of Emkay Consultants Limited ("Open Offer")

Kind Attention: Physical Shareholders

Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Identified Date (i.e., 13.03.2025) who have not received the physical copy of LoF for any reason whatsoever, may send request to Registrar & Share Transfer Agent to the offer, Niche Technologies Pvt. Ltd. at nichetechpl@nichetechpl.com and avail soft copy of LoF. Alternatively, Eligible Shareholders may also download the soft copy of LoF from SEBI's Website www.sebi.gov.in or Manager to the Offer www.finshoregroup.com or Company www.emkayconsultantslimited.in . Eligible Shareholders are required to refer to the section titled "Procedure for Acceptance and Settlement" at page 22 of the LoF in relation to inter alia the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein.

Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in Public Announcement /DLOF/LOF.

Issued by the Manager to the offer on behalf of Acquirers and PAC

Finshore Management Services Limited
(Corporate Identification Number: U74900WB2011PLC169377)
Anandlok Block A, Room-207,
227, AJC Bose Road, Kolkata-700020
Tel: 91-033-22895101
Website: www.finshoregroup.com
Investor Grievance email id: investors@finshoregroup.com
Contact Person: Mr. S Ramakrishna Iyengar
SEBI Registration No: INM000012185
Place: Kolkata
Date: 25.03.2025

রাহুলের বাবা হওয়ার খবরে ডিসি-র ড্রেসিংরুমে এলাহি সেলিব্রেশন

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চঃ দিল্লি ক্যাপিটালসের 'ডাবল ডিলাইট'। এ কথাই বলতে হচ্ছে। কারণ, দিল্লি শিবিরের খুশি সোমবার কার্যত দ্বিগুণ হয়েছিল। একদিকে বিশাখাপত্তনমে লখনউকে টানটান ম্যাচে হারান অক্ষর প্যাটেলরা। তার পাশাপাশি রাতে খবর আসে বাবা হয়েছেন লোকেশ রাহুল। তাঁর স্ত্রী আথিয়া শেট্টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। নেটদুনিয়ায় রাহুল ও আথিয়া তাঁদের সন্তান জন্মের

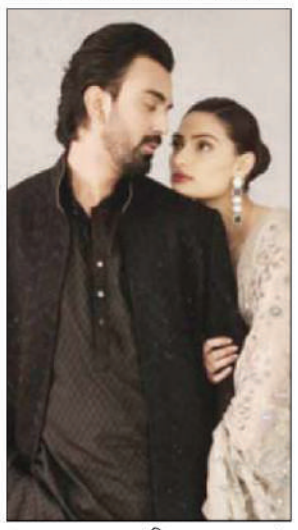

খবর সকলকে জানিয়েছেন। এ বার দিল্লি টিমের পক্ষ থেকে রাহুলকে বাবা হওয়ার শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হল। রাহুলের সন্তান হয়েছে বলে দিল্লি শিবিরের পক্ষ থেকে এক বিশেষ ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'আমাদের পরিবার বড় হয়েছে। তাই আমাদের পরিবার সেলিব্রেট করছে।' দিল্লির ভিডিয়োতে দেখা যায় তাঁর সতীর্থ থেকে শুরু করে দলের সাপোর্ট স্টাফরা সকলে মিলে কোলে বাচ্চাকে দোল খাওয়ানোর মতো অ্যাকশন করতে থাকেন। এই ভাবেই আসলে তাঁরা রাহুলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইন্সটাগ্রামে দিল্লির ওই ভিডিয়োতে লোকেশ রাহুল এবং আথিয়া দু'জনই রিপ্লাই করেছেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি লোকেশ রাহুল ও আথিয়া শেট্টির চারহাত এক হয়েছিল। বিয়ের বছর দুয়েক হতেই তাঁদের পরিবার বড় হল। আপাতত সেলেব দম্পতি শুভেচ্ছা বার্তায় ভাসছেন। সন্তান জন্মের জন্যই দিল্লি ম্যানেজমেন্টের কাছে ছুটি চেয়েছিলেন। সেই ছুটি মঞ্জুরও হয়েছিল। এ বার তিনি দলে কবে যোগ দেন সেটাই দেখার।

পেটের দায়ে ঘর ছেড়ে আম্পায়ারিং করেছেন, দিল্লির আশুতোষ শর্মার উত্থান সত্যি নজরকাড়া

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চঃ একজন ক্রিকেটার। যিনি ছক্কা মারার জন্য নাম কুড়িয়েছেন। ৩২ ম্যাচে মেরেছেন ৬১ খানা ছক্কা। একজন ক্রিকেটার যিনি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েও চার বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে নামতে পারেননি। একজন ক্রিকেটার যাকে একবেলার খাবার জোগাড়ের জন্য আম্পায়ারিং পর্যন্ত করতে হয়েছে। এবারের আইপিএলের ময়দানে নবজন্ম হয়েছে আশুতোষ শর্মার। আক্ষরিক অর্থে খাদের কিনারায় টলতে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালসকে জয়ের সরণিতে টেনে এনেছেন। গতকালও যেন রীতি মেনেই পাঁচখানা ছক্কা ও পাঁচটি চার মেরেছেন। অনায়াসে। কিন্তু আশুতোষের জীবনের গল্প ছক্কা হাঁকানোর মতো এতটুকু সুগম নয়। টিম ম্যানেজমেন্ট ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলিয়েছিল আশুতোষকে। মাঠে নামেন যখন, তখন ৬৬ রানে ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছে। তাড়া করতে হবে ২১০ রানের বিশাল স্কোর। গোড়ায় হাত সেট করতে সময় নেন। ২০ বলে ২০ রান করেন। ততক্ষণে আরও একটি উইকেটের পতন। জিততে দরকার ৬২ রান। হাতে মোটে ৫ ওভার। সেখান থেকে ১১ বলে ৪৬ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন আশুতোষ। অথচ এই মহাকাব্যিক উত্থানের শুরুর গল্পটা ছিল অন্ধকারে ঢাকা। জন্ম মধ্যপ্রদেশের রাতলামে। ছোট শহর। ক্রিকেট প্রশিক্ষণের খুব একটা সুযোগসুবিধা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান ইন্দোরে। থাকতে শুরু করেন ছোট একফালি ঘরে। অনেক সময় খাওয়ার টাকা থাকত না। তাই বাড়তি আয়ের জন্য আম্পায়ারিংয়ের রাস্তা বেছে নেন। এই সময় সুযোগ আসে। রাজ্যের হয়ে খেলতে নামার সুযোগ। মুস্তাক আলি ট্রফিতে অংশ নেন। পরের মরশুমে করেন ২৩৩ রান। এরপর আরও উপরে ওঠার পালা। অথচ আচমকা বছর বাইশের ব্যাটসম্যান দল থেকে বাদ পড়েন। শুধু তাই নয়। কোনও এক অজানা কারণে চার বছর শীর্ষস্তরের কোথাও খেলার সুযোগ পর্যন্ত পাননি। ২০২৩ সালে ফের কামব্যাক করেন আশুতোষ। যদিও এবার মধ্যপ্রদেশ নয়, রেলওয়েজের জার্সি গায়ে ময়দানে নামেন তিনি। মঞ্চ সেই মুস্তাক আলি ট্রফি। আর এই একটি টুর্নামেন্ট তাঁর জীবন বদলে দেয়। ১১ বলে হাফ-সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম অর্ধশতরানের রেকর্ড গড়েন আশুতোষ। পিঞ্চহিটার হিসেবে সুনাম কুড়োন। আইপিএলের মহা নিলামে নজরে আসেন পাঞ্জাব কিংসের। মাত্র ২০ লাখ টাকায় তাঁকে কিনে নেয় পাঞ্জাব শিবির। গত মরশুমে ৯ ইনিংসে ১৮৯ রান করেছিলেন আশুতোষ। স্ট্রাইক রেট চোখধাঁধানো-১৬৭! আর এই সাফল্য এবং অনায়াসে ছক্কা মারার বিরল দক্ষতায় বাকি টিমগুলির র‍্যাডারে চলে আসেন উদীয়মাণ তরুণ ক্রিকেটার। ২০ লাখের দর এক লাফে উঠে দাঁড়ায় ৩ কোটি ৮০ লাখে। এই দামেই তাঁকে সই করায় দিল্লি ক্যাপিটালস। গতকালের পারফরম্যান্সে এই আস্থার প্রতিদান দিলেন আশুতোষ শর্মা।

ছন্নছাড়া ফুটবল, বাংলাদেশের কাছে আটকে গেল ভারত

শিলং, ২৫ মার্চঃ চরম দুঃসময়! এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্ন নিয়ে খেলতে নামা ভারতীয় ফুটবল দল ঘরের মাঠে বাংলাদেশকেও হারাতে পারল না। মঙ্গলবার শিলংয়ে ওপার বাংলার টাইগারদের বিরুদ্ধে গোলই করতে পারলেন না সুনীল ছেত্রীরা। একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট। ফরওয়ার্ডদের ব্যর্থতা। যার জেরে এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে হল মানোলো মার্কেজের ছেলেদের। শুভাশিস বোসরা দুর্গ হয়ে না দাঁড়ালে এদিন হয়তো আরও লজ্জা অপেক্ষা করে ছিল টিম ইন্ডিয়ার জন্য। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ফিফা ক্রমতালিকায় এমন এক জায়গায় রয়েছে যে, ভারতীয় ফুটবলের এই দুর্দিনেও দু'দলের মধ্যে ব্যবধান ৫০তম স্থানের। ওপার বাংলার টাইগাররা ভারতের বিরুদ্ধে শেষবার জিতেছিল ২০০৩-এ। যতই বাংলাদেশের হয়ে খেলতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলে আসা হামজা চৌধুরী চলে আসুন না কেন, এই বাংলাদেশকে ভারত ঘরের মাঠে অন্তত অনায়াসে হারাবে সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু মানলো মার্কেজের ছেলেরা পেরে উঠলেন না। সেটার একটা কারণ যদি হামযার ভালো পারফরম্যান্স হয়, তাহলে আর একটা কারণ অবশ্যই ভারতীয় ফরওয়ার্ডদের ব্যর্থতা। ম্যাচের শুরুটা দারুন করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ১০-১৫ মিনিট কার্যত বাংলাদেশিরাই দাপট দেখায়। বিশেষ করে হামজাকে রোখাটা বেশ কঠিন হচ্ছিল। তবে মিনিট কুড়ির মধ্যেই ম্যাচে ফেরে টিম ইন্ডিয়া। এদিন গোটা ম্যাচে ছন্নছাড়া ফুটবল খেলল সুনীলরা। যে কয়েকটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল তা নষ্ট করলেন সুনীল, ফারুখ চৌধরীরা। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথম ম্যাচ ড্র করল ভারত। ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করতে হল মানোলো মার্কেজের ছেলেদের। খেলার শুরু থেকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে ভারত ঘরের মাঠে খেলছে। বেশি চাপে দেখাচ্ছিল ভারতীয় ফুটবলারদের।

'মাঠে রেষারেষি, বাইরে বন্ধুত্ব', ঋষভের সঙ্গে ঝামেলার অভিযোগ ওড়ালেন গোয়েঙ্কা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গত মরশুমে বিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক কেএল রাহুলের সঙ্গে। সেই বিতর্কের জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। প্রকাশ্যে তোপ দেগেছিলেন রাহুল। এবার তিনি দল বদলে দিল্লি ক্যাপিটালসে। আবার দিল্লির হয়ে গত বছর মাঠে নেমেছিলেন যিনি, সেই ঋষভ পন্থ এবার স্রেফ লখনউ সুপার জায়ান্টসের খেলোয়াড় নন, অধিনায়কও বটে। কিন্তু সিজনের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে গত বছরের ছবিটা বদলাল না। দলের অধিনায়কের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। সমাজমাধ্যমে ছবি ভাইরাল হয়েছে। ছড়িয়েছে মিম। অনেকে সুনীল গাভাসকারের ধারাভাষ্য, যেখানে তাঁকে ঋষভের সমালোচনা করতে শোনা গিয়েছে, তার অডিও জুড়ে দিয়েছেন সঞ্জীব-ঋষভ তর্কাতর্কির সঙ্গে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন খোদ গোয়েঙ্কাও। তাই সামাল দিতে নিজের এক্স-হ্যান্ডেলে ঋষভের সঙ্গে কথা চালাচালির একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'মাঠের মধ্যে রেষারেষি, বাইরে বন্ধুত্ব। পরের লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি।' ছবির একদিকে পন্থের সঙ্গে ও অন্যদিকে বিপক্ষ শিবিরের স্পিনার কুলদীপের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় সঞ্জীবকে। প্রসঙ্গত, জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে খালিহাতেই ফিরতে হয়েছে লখনউকে। ব্যর্থ হয়েছেন অধিনায়ক ঋষভও। ব্যাট হাতে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে অন্তিম ওভারে ম্যাচ উইনার আশুতোষ শর্মার নিশ্চিত স্ট্যাম্পিং মিস করেন তিনি।

হারের পরই সুখবর, স্বস্তি পেলেন লখনউ ক্যাপ্টেন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ মরসুমে চারটি ম্যাচ হয়ে হিয়েছে। এর মধ্যে আজ খেলেছে লখনউ সুপার জায়ান্টসও। গত কালই অভিযান শুরু করেছে তারা। যদিও শুরুটা হয়েছে হতাশায়। 'সদ্য প্রাক্তন' দল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন ঋষভ পন্থ। ব্যাটিং, কিপিং কিংবা ক্যাপ্টেন্সি সব দিক থেকেই হতাশ করেছেন আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। ম্যাচ তাঁদের হাতেই ছিল। লখনউয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। শেষ ওভারে ঋষভ পন্থ স্টাম্পিং মিস না করলে হাসি মুখেই মাঠ ছাড়তে পারতেন। হারের পর অবশ্য সুখবর পেলেন ঋষভ পন্থ। মরসুম শুরুর আগে থেকেই লখনউ সুপার জায়ান্টসকে চাপে রেখেছিল একাধিক পেসারের চোট। বাঁ হাতি পেসার মহসিন খান পুরোপুরি ছিটকে

গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হয় শার্দূল ঠাকুরকে। প্রথম ম্যাচে নামিয়েও দেওয়া হয়। নতুন বলে ভালো বোলিং করেছেন। লখনউ ভুগেছে স্লগ ওভার বোলিংয়ে। মহসিন যেমন চোটে ছিটকে গিয়েছেন তেমনই চোটের তালিকায় রয়েছেন এক্সপ্রেস গতির পেসার মায়াঙ্ক যাদবও। আরও একজন এই তালিকায় ছিলেন, আবেশ খান। তাঁকে নিয়েই স্বস্তির খবর। আইপিএলে টিমের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন আবেশ খান। নিঃসন্দেহে ঋষভ পন্থ এবং লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে যা স্বস্তির খবর। কারণ, স্লগ ওভারে তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ পেসার থাকলে সুবিধা হবে। ২৭ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচ লখনউ সুপার জায়ান্টসের। সেই ম্যাচ থেকেই হয়তো পাওয়া যাবে আবেশ খানকে। সানরাইজার্সের যা বিধ্বংসী ব্যাটিং, আবেশ কিছুটা পার্থক্য গড়ে দিতে পারলে লখনউয়ে স্বস্তি ফিরতেই পারে।

আজ রাজস্থানের বিরুদ্ধে জয়ই লক্ষ্য কেকেআরের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

'লেটস গেট ব্যাক টু উইনিং ওয়েজ।' বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নামার আগে কেকেআরের মন্ত্র এখন এটাই। ইডেনে আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে আরসিবির বিরুদ্ধে হেরে শুরু করতে হয়েছে নাইট রাইডার্সকে। বলতে গেলে, বিরাট কোহলি-ফিল সল্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারেনি কেকেআর। কেকেআরের প্রাক্তন সল্ট এবং কোহলি মিলে চুরমার করে দেন অজিঙ্ক রাহানে নেতৃত্বাধীন সোনালি-বেগুনিকে। এ অবস্থায় বুধবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে জয়ের শপথ নিচ্ছেন নাইটরা। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে সোমবার সন্ধে থেকে ট্রেনিং ছিল কেকেআরের। প্র্যাকটিসে ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে কেকেআরের তরুণ তুর্কি অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে ফুটবল খেলতে দেখা গেল। অঙ্গকৃষ বলেও দিয়েছেন, ''আমাদের এই

ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে।'' বরুণ চক্রবর্তী এবং হর্ষিত রানা-এঁরা দু'জন আবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। দু'জনের মোবাইলের 'ওয়ালপেপার' এখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের মুহূর্ত। হর্ষিত বলে গেলেন, ''মানসিক ভাবে টিম বেশ ঝরঝরেই রয়েছে। আশা করছি, গুয়াহাটিতে আমাদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ ভালো যাবে।'' বুধবার গুয়াহাটিতে কেকেআরের প্রতিপক্ষ যারা, সেই আরআর-এর অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। তারা আবার প্রথম ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে খেলতে নামছে। গত রবিবার রাজস্থান বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে বিশাল ২৮৬ রান তুলে দেয় সানরাইজার্স। শেষ পর্যন্ত প্রবল লড়াই চালানো সত্ত্বেও, যে ম্যাচ জেতা সম্ভব হয়নি রাজস্থানের পক্ষে। তবে রাজস্থান রয়্যালসের অস্থায়ী অধিনায়ক সানরাইজার্স ম্যাচ হেরে বলে দিয়েছেন, তাঁরা চেষ্টা করছেন, জয়ের সরণিতে ফিরে আসার রাস্তা খুঁজে বার করতে।

আরব সাগরতীরে জাতীয় মেরিটাইম গেমসের উদ্বোধন করলেন পি টি উষা

মুম্বই, ২৫ মার্চঃ আজ, মঙ্গলবার নবি মুম্বইয়ের পাম বিচ রোডে অবস্থিত ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি-তে এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় মেরিটাইম গেমস ২০২৫-এর উদ্বোধন হল। এই গ্র্যান্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী ড. পি.টি. উষা, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সংসদ সদস্য। তিনি এই ক্রীড়া উৎসবের সূচনা করে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছেন। এই অনুষ্ঠানে ড. উষা শতাধিক মেরিটাইম ক্যাডেট এবং ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে এক অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ''সত্যিকারের ক্রীড়াপ্রীতি সবকিছুর উপরে। ক্রীড়ার ময়দানে কোনও হারজিত নেই-প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীই বিজয়ী। এটি শুধু পদক জয়ের বিষয় নয়, বরং প্রতিটি ক্রীড়াবিদ যে সাহস, শৃঙ্খলা এবং সততা নিয়ে মাঠে নামে, তার গুরুত্ব অনেক বেশি।'' তিনি আরও যোগ করেন যে, এই গেমসে অংশ নেওয়া প্রতিটি ক্যাডেটের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। ভারতের মেরিটাইম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তাকেও তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। জাতীয় মেরিটাইম গেমস ২০২৫ একটি বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া উৎসব, যা ভারতের মেরিটাইম সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিটনেস, ক্রীড়াপ্রীতি এবং ঐক্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে। এই গেমসে ২০টিরও বেশি ক্রীড়া ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, ক্রিকেট, দাবা, গলফ, ফুটসাল, পিকলবল এবং ইনডোর রোয়িং। এই ইভেন্টগুলো ২৪ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত মুম্বই এবং নবি মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এই গেমসটি ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হচ্ছে, যা ভারতের সমুদ্র পরিবহন সম্প্রদায়ের শক্তি এবং উৎসাহকে প্রতিফলিত করে। ড. উষা এই গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করে এবং ক্যাডেটদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তিনি বলেন, ''এই উদ্যোগ আমাদের সমুদ্র সম্প্রদায়ের শক্তিকে ক্রীড়ার চেতনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের উৎসাহ এবং প্রতিশ্রুতি আমাদের সমুদ্রবাহী সম্প্রদায়ের ঐক্য ও দৃঢ়তাকে প্রতিফলিত করে। আমি আশা করি এই চেতনা ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাবে।'' এই

গ্র্যান্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেরিটাইম এবং ক্রীড়া জগতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন শ্যাম জগন্নাথ, ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং দীপেন্দ্র সিং বিসেন, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং ভারতীয় কোস্ট গার্ডের ডিআইজি সৈয়দ মোহাম্মদ শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন বি.কে. ত্যাগী এবং পিএসএ ইন্ডিয়ার ডেপুটি এমডি পবিত্রন কাল্লাদা। এছাড়াও, মহারাষ্ট্র অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নামদেব শিরগাঁওকার, জাতীয় মেরিটাইম গেমসের প্রতিযোগিতা পরিচালক এবং মহারাষ্ট্র ইয়টিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন গিরিশ ফড়নিস, এবং কে২কে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পরিচালক কিরণ ফড়নিস উপস্থিত ছিলেন। মেরিটাইম শিক্ষা জগতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন মিহির চন্দ্র এবং ক্যাপ্টেন বিবেক ভান্ডারকর। ড. পি.টি. উষা, যিনি ভারতের 'গোল্ডেন গার্ল' এবং 'পায়োলি এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত, তার নিজের ক্রীড়া জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ক্যাডেটদের উদ্দেশে বলেন, ''ক্রীড়া শুধু শারীরিক শক্তির বিষয় নয়, এটি মনের শক্তি এবং চরিত্র গঠনের একটি মাধ্যম। আপনারা যারা এখানে অংশ নিচ্ছেন, তারা প্রত্যেকেই একেকজন যোদ্ধা। জয়-পরাজয়ের বাইরে গিয়ে আপনাদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা এবং সাহস রয়েছে, তাই আপনাদের সত্যিকারের বিজয়ী করে তোলে।'' তিনি ক্যাডেটদের উৎসাহিত করে বলেন যে, ''এই গেমস তাদের দলগত কাজ, নেতৃত্ব এবং দৃঢ়তার গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও কাজে লাগবে।'' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ড. উষা থাকুর ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সাঁতার এবং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন। এই ইভেন্টগুলো আজ সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে মেরিটাইম সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের দক্ষতা ও ক্রীড়াপ্রীতি প্রদর্শন করবেন। এই গেমসটি ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এবং এর মাধ্যমে ভারতের সমুদ্র পরিবহন সম্প্রদায়ের শক্তি ও ঐক্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। জাতীয় মেরিটাইম গেমস ২০২৫ শুধু একটি ক্রীড়া ইভেন্ট নয়, এটি ভারতের মেরিটাইম সম্প্রদায়ের সদস্যদের একত্রিত করার একটি প্রয়াস। এই গেমসের মাধ্যমে ক্যাডেট এবং পেশাদাররা তাদের শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন গিরিশ ফড়নিস, প্রতিযোগিতার পরিচালক, বলেন, ''এই বছরের মেরিটাইম গেমস আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি এবং দৃঢ়তার প্রমাণ। প্রতিটি দিক সাবধানে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে উৎকর্ষ নিশ্চিত করা যায়।'' কিরণ ফড়নিস, কে২কে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পরিচালক, যোগ করেন, ''এই ইভেন্টটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। আমাদের মেরিটাইম সম্প্রদায় শৃঙ্খলা এবং দলগত কাজের উদাহরণ, যা এই গেমসে প্রকাশ পাবে। ড. পি.টি. উষার উপস্থিতি আমাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি বড় অনুপ্রেরণা।'' নবি মুম্বইতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের চেতনা এবং ক্রীড়ার চেতনার মিলন ঘটেছে, যা জাতীয় মেরিটাইম গেমস ২০২৫-কে একটি অসাধারণ উসবে পরিণত করেছে। পদ্মশ্রী ড. পি.টি. উষার উদ্বোধনী ভাষণ এবং উপস্থিতি এই ইভেন্টে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। তিনি ক্যাডেটদের উৎসাহিত করেছেন তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এবং ক্রীড়ার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে। এই গেমস ভারতের সমুদ্র পরিবহন সম্প্রদায়ের শক্তি, সাহস এবং ঐক্যের একটি উজ্জ্বল প্রতিফলন হয়ে থাকবে। আগামী দিনগুলোতে এই ক্রীড়া উৎসব কীভাবে এগিয়ে যায় এবং ক্যাডেটদের মধ্যে কী প্রভাব ফেলে, তা দেখার জন্য সকলেই অপেক্ষায় রয়েছেন।

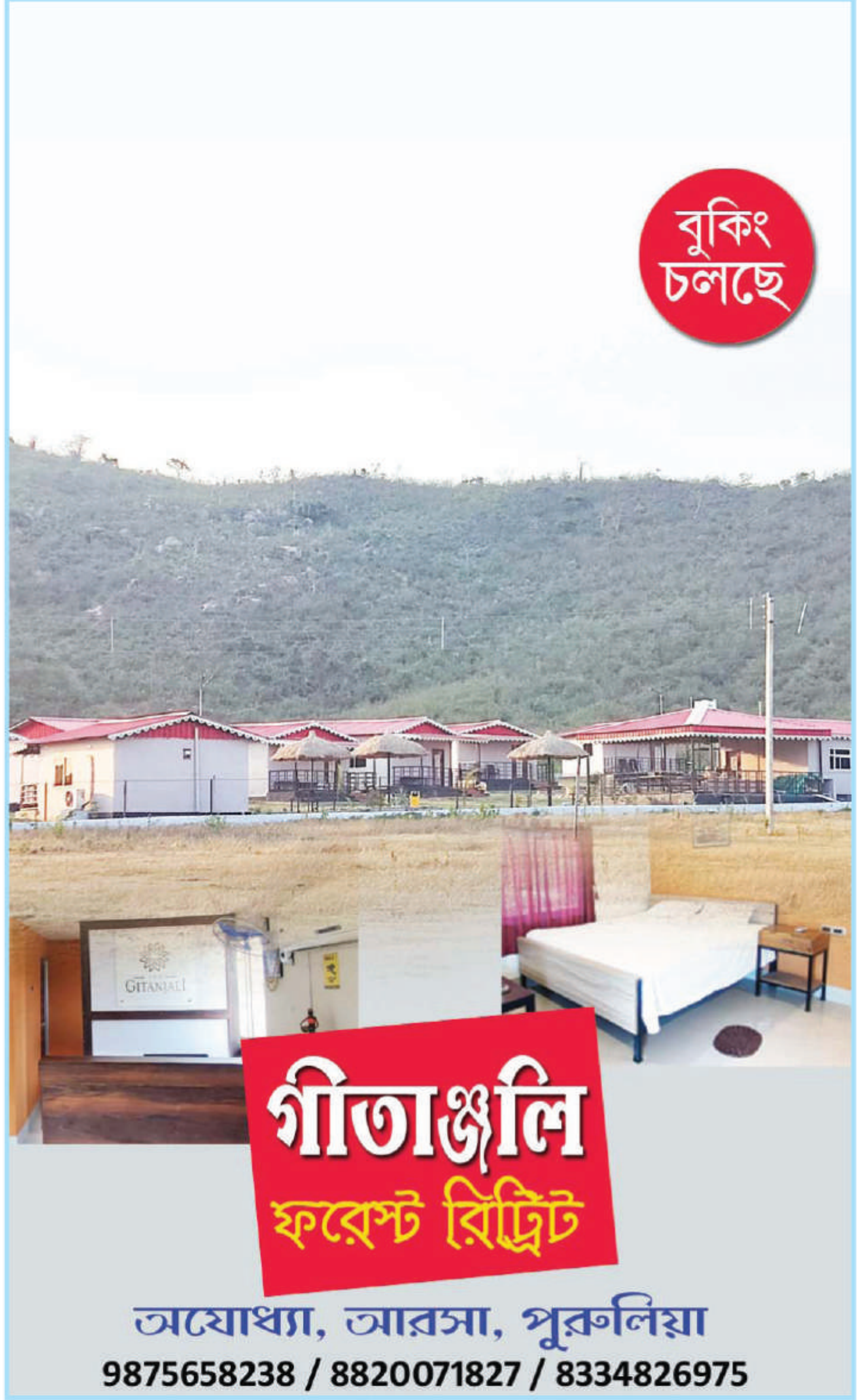

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com